ক্ষুদকুঁড়া

শ্রীকালিদাস রায়

মূল্য ॥০ আনা,
উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৸৵০ আনা

প্রকাশক

শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায়চৌধুরী এম, এ,

ইণ্ডিয়ান বুকক্লাব,

কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

১৩২৯। পৌষ সংক্রান্তি



উৎসর্গ

-:*:

আমার

স্নেহাস্পদ সাহিত্যানুজগণের

করকমলে।

বঙ্গবাণীর উটজাঙ্গনে,
স্বাগত তরুণ অতিথিগণ।
তোমাদের পানে আশাভরা প্রাণে
চেয়ে আছে মোর আকিঞ্চন।
রাজরাণী-পাটে বসাও মায়েরে,
গড়' মন্দিরে কনক-চূড়া।
তরুণ বন্ধু- বৃন্দ আমার,
ধর' আতিথ্য এ 'ক্ষুদকুঁড়া'।

চিরশুভার্থী

কালিদাস দাদা।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের কবিতাগুলির অধিকাংশ প্রবাসী, ভারতী, মানসী ও অর্ঘ্যবাণী, ভারতবর্ষ, বসুমতী ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, বহুদিন পরে একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। নানাকারণে গ্রন্থপ্রকাশের আর উৎসাহ ছিল না। প্রধানতঃ যশ কিংবা অর্থের লোভে পুস্তক প্রকাশের আগ্রহ জন্মে। প্রথমতঃ, বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজ আজকাল উৎকৃষ্টতর কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে—এ সকল কবিতায় আর তাহাদের মনোরঞ্জন হইবে না—ইহাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা বা যশ বিন্দুমাত্র বাড়িবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের কথা আর নাই বলিলাম—কবিতার পুস্তক বিক্রয় করিয়া যে কিছুই লাভ হইতে পারে না একথা সামান্য বালকেও জানে। যাহাদের কবিতায় যথার্থ রস ও সৌন্দর্য্য আছে তাঁহারাই বিশেষ কিছুই পান না। যুদ্ধের সময় হইতে মুদ্রণব্যয় ও কাগজের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, আমার মতন দরিদ্রের গ্রন্থ প্রকাশের দুরাশা ত্যাগ করিতেই হইয়াছিল। সামান্য শিক্ষকতা করিয়া ও প্রাইভেট পড়াইয়া যাহাকে অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে হয় তাহার পক্ষে কবিতার পুস্তক ছাপাইয়া মুখের অন্ন নষ্ট করা রীতিমত দুষ্কৃতি। ইহা অপেক্ষা যদি পাঁচ জনের রচনা সংগ্রহ করিয়া কোনো ছাত্রপাঠ্য পুস্তক সংকলন করিতে পারিতাম এবং দশজনের শ্রীচরণসেবা করিয়া অনুমোদিত করাইতে পারিতাম তাহা হইলেও কিছু লাভ হইত। অথবা যদি নভেল বা গল্প লিখিয়া (তা সে যত অপাঠ্য ও কদর্য্য হোক্

না কেন,) দপ্তরী ও প্রকাশকের শরণাপন্ন হইতাম তাহা হইলেও যশ না হোক অর্থ হইত। কিন্তু কবিতার পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহার মুদ্রণ ব্যয়টাও বিক্রয়লব্ধ অর্থে কুলায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কেন তবে এ দুর্ম্মতি? এ দুর্ম্মতির একটি কারণ আজকাল কাগজের দরটা একটু কমিয়াছে এবং পুস্তকখানিও ক্ষুদ্র। আর দ্বিতীয় কারণ রচনাগুলির প্রতি একটা অবুঝ মায়া। রচনাগুলি সুন্দর না হইলেও ইহাদের প্রতি একটা বৎসলতা জন্মিয়া গিয়াছে। বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলিকে গ্রন্থে গ্রথিত দেখিবার আগ্রহগত দুর্ব্বলতাটুকু ত্যাগ করিতে পারিলাম না। যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন তাঁহারা 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' আমার অপদার্থ রচনাগুলি হইতেও আনন্দ পান, এরূপ শুনিয়াছি। তাঁহাদের একটু প্রীতি সম্পাদনের বাসনাও যে মনে মনে নাই তাহাও নহে।

যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্য সংসারে যাঁহারা আমার স্নেহাস্পদ অনুজ তাঁহাদিগকে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম। তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমান বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীমান পরিমলকুমার ঘোষ, শ্রীমান কাজীনজরুল ইসলাম, শ্রীমান যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান বিজয়রত্ন মজুমদার, শ্রীমান সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীমান প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীমান চণ্ডীচরণ মিত্র।

ছাপা কাগজ বাঁধাই ইত্যাদি মনোজ্ঞ করিতে কেন পারি নাই তাহা বন্ধুগণের অবিদিত নাই, এজন্য ত্রুটী স্বীকারের প্রয়োজন দেখি না। ইতি।

ক্ষুদকুঁড়া

বঙ্গবাণী

আজি জয় তব জয় এ ভুবনময় দীন দুখীদের জননী।
যুগে যুগে যুগে তব পাদযুগে প্রণত নিখিল অবনী।
অনশনে ম্লান তোমার আনন
জীর্ণ তোমার ভূষণ ভবন,
তবু শতমণি মুকুটে শোভন তব ধূলিমাখা চরণ-ই॥

চারি বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র আপন অঙ্কে বহিয়া,
পিয়ায়েছে, ওমা, সোমরস, তোমা জ্ঞানত্রিদিবের অমিয়া
মহাভারতের বারিধি অতল
চিন্তামণিতে ভরেছে আঁচল,
ঋদ্ধ করেছে রামায়ণী ধারা পতিতপাতকিপাবনী।

শিরে করিছে আশিস তোমায় গিরীশ চিরবরাভয়-প্রদানে,
তুমি মা মেধ্যা মেনকারাণীর অশ্রুসলিল সিনানে।

দ্বৈত কাম্য দণ্ডকবন
রচেছে তোমার দর্ভ-আসন,
বৃন্দাবনের সুরভিরা তব যোগায় ভোগের নবনী ॥

তব বিজয়-তূর্য্য বাজে যুরুপার চূড়াগম্বুজ-মিনারে,
নিশীথ-সূর্য্য রমার শ্রীকরে প্রেরিল অর্ঘ্য তোমারে।
দূর কানাডায় জাগে বিস্ময়,
মরুতে মেরুতে জয় জয় জয়।
ইরাণ তুরাণ বস্‌রাই গুলে সাজায় তোমার তরণী ॥

আজি বাণ কালিদাস ভবভূতি ভাস জামী রুমী গেটে দান্তে,
হ্যুগো মিলটন ওমার হোমার মিলেছে ত্রিদিবপ্রান্তে।
তব শির' পরে পুষ্প বরষে
করে কোলাকুলি প্রেমের হরষে,
তব গৌরব-গীতি-মুখরিত আজি দ্যুলোকের সরণী ॥

কল- কণ্ঠে তোমার অভয়-মন্ত্র,—দৃষ্টিতে তব অমৃত,
পরশে তোমার লভে অপসার পাপ শাপ তাপ অনৃত।
চিত্তে মা তব অমেয় ভক্তি,
সঙ্গীতে নব অজেয় শক্তি,
তব পদসেবা অপবর্গদা,—স্বর্গের অধিরোহণী ॥

নিবেদন

জননি ভারতি, তোমার আরতি করি যে এমতি শকতি কই?
যেখানে নাহিক গেয়ানের আলো মানস-নয়নে সে জ্যোতিঃ কই?
হৃদয়-তন্ত্রী দৈন্য-দীর্ণ,
শতগ্রন্থিল তন্ত্র জীর্ণ,
অঙ্গুলি গুলি অবশ শীর্ণ,—সঙ্কোচে নতমৌলি রই।

করতাল করে ধরিতে পারিনা কণ্ঠে নাহিক শঙ্খতান,
ছন্দে বাজেনা কাঁসরঝাঁঝর জরাজর্জ্জর তাহার প্রাণ।
করযোড়ে রই দেউল তোরণে
সকল সাধনা জীবনে মরণে
সঁপিতে পারি যে রাতুলচরণে, তেমন অতুল ভকতি কই?

বসন্তের আগমনী

এস স্নেহময়ি মাতঃ বঙ্গে।
দেহ মন' আঁথে আঁথে বনবন-শাথে শাথে,
গেহে গেহে, ঋতুপতি সঙ্গে।
অপসারি কুহেলিকা ব্যোমে ব্যোমে নীলিমায়
ভুমার ভূতিতে কর পূর্ণ,
হরি' মোহ প্রহেলিকা, রবি সোমে অসীমার
ইঙ্গিত আনো মাগো তূর্ণ,

আলো ঘন অরুণিমা পাটলে শোণিতাশোকে,
ধাগধুম নিপীড়িত তাপসের চোখে চোখে,
হরিত কান্তি আলো বঙ্গের মৃত ম্লান ও
তুষারশিশিরজড় অঙ্গে।

এস ক্ষেতে ক্ষেতে পীতিমায় স্রোতে স্রোতে জ্যোছনায়
ক্রমে ক্রমে নব নব পর্ণে।
নিজ ভাতি সিতিমায় বিশ্লেষি' সাত রঙে,
নীল লোহ শ্যামধূম স্বর্ণে।
দীপ্ত অভয় বাণী জাগুক সপ্তসুরে,
সপ্ত তন্ত্রে ডাক' সুপ্ত জীবন জুড়ে,
সাত কোটি সন্ততি সাত জ্ঞান অম্বুধি
সন্তরি পার' হোক্ রঙ্গে।

মাগো—এখনো পল্লী-বাটে রাজিছে মূঢ়তাশীত-
জর্জ্জর নিশাতম' পুঞ্জ।
এখনো ঝিল্লীরুত শাখিশাখে শুক মূক,
জাগরূক নহে পিককুঞ্জ।
জাগেনি কুহেলিঘেরা মন' তরু গায়ে গায়ে
নবকলি মঞ্জরী আজো মধু বায়ে বায়ে
এস' মা শুভকরি, তন্দ্রিত—সঙ্কোচ-
কুণ্ঠাজড়তাভ্রমভঙ্গে॥

আগমনী

(শরতের)

আজি—নবনীহৃদয়া এসমা অভয়া মণিমঞ্জুষা করে,
প্রাণে—হরষ বরষি সহস করিয়া বঙ্গে বরষ' পরে।

এস—শারদগগন মগন করিয়া শুচি জ্যোছনার বানে,
গিরি—বন প্রান্তরে হরিত অরুণ ঘনতরুণিমা দানে।
এস—প্রকটিয়া তারাপুঞ্জ, গুঞ্জনে ভরি পুঞ্জ
কল—কূজনে মুখরি' নমেরু-কুলায় রঞ্জিয়া জলধরে।

এস—পয়স্বিনীর আপীন ভরিয়া অমৃত গোরস রসে,
দীন—নিঃস্বের গৃহ শস্যে ভরিয়া, বিশ্ব উজলি যশে।
এস,—পুষ্প ভরিয়া গন্ধে মঞ্জুতা—মকরন্দে।
এস—হ্রদ সরোবর ভরি কোকনদে কুমুদে ইন্দীবরে।

এস—নদনদী ভরি' মীন-বৈভবে কান্তার ভরি' কাশে,
তরু—বল্লরী ভরি ফল-গৌরবে তড়াগ ভরিয়া হাঁসে।
ভরি'—শালিসম্পদে ক্ষেত্র করুণায় ভরি নেত্র
এস—ঝঙ্কৃত করি গিরিকন্দর নির্ঝর ঝরঝরে।

এস—শিশুর আস্য হাস্যে উজলি লাস্যে আঙিনা ভরি'
নব—স্বাস্থ্যে ভরিয়া শীর্ণ অঙ্গ, জীর্ণ জড়তা হরি।
কর—বিতরি স্তন্য অন্ন, সন্তানগণে ধন্য,
এস—বিশ্বম্ভরা সন্তাপহরা—বঙ্গের ঘরে ঘরে॥

বঙ্গভূমি

নমি শ্যামা কৌষেয়-বসনা,
করিহরিশার্দ্দুল-শাসনা।
মঠে মঠে পূজা তব, তটে তটে বৈভব,
দেশে দেশে তব যশোঘোষণা ॥

ঘনবটসুশীতলা নবঘন-কুন্তলা,
সরসিজবিলোচনা স্ফুটনীপকুণ্ডলা,
উশীরাম্বুচর্চ্চিতা ধূপদীপে অর্চ্চিতা—
কুন্দকোরকচারুদশনা ॥

স্নেহ তব খনিভরা, তনুভরা বনভূষা ;
শ্রিতফণিমণিমালা, ধৃতহেমমঞ্জূষা ;
গিরিবন্ধুরদেহা বেতসকুঞ্জগেহা,
বিরচিতমীনযূথ-রশনা।

হ্রদনদগদ্‌গদ-মধুনাদবন্দিতা,
চমরীবীজিতকায়া মৃগমদগন্ধিতা,
সিন্ধুদোলনধৃতা, সুরধুনীধারাপুতা,
তুষারসুশীত-সিতহসনা ॥

ভক্তভারত

এই ভারতের প্রাণের অর্ঘ্য ধৃত অঞ্জলিপুটে
অই বিধাতার পাদপীঠতলে চিরদিন আছে উঠে'।
উদঞ্জলিরে হিমগিরি কয় বিশ্বের লোক যত
কুন্দকুটজ-গন্ধে তাহার নিখিল শ্রদ্ধানত।
ভক্তিতে তার চোখে ধারা বয় দেবতার শুভনামে,
ব্রহ্মপুত্র-রূপে দরদর বয়ে'যায় ধরাধামে।
রেখেছেন প্রভু পাণি প্রসন্ন ভারতের শিরে স্নেহে,
পাঁচটি আঙুল জাগে মঞ্জুল পঞ্চনদের দেহে।
গঙ্গায় তাঁর করুণার ধারা শুভাশিস মঙ্গল,
ললাটে কণ্ঠে শতমুখী হয়ে ঝরিতেছে অবিরল,
বহিতেছে জ্ঞানপুণ্যে বিরচি কূলেকূলে তপোবন,
বিতরি তীর্থে মঠমন্দিরে পারমার্থিক ধন।

ধরণীর সুখে তরুণীর বুকে, বারিধিবক্ষ তলে
গ্রামে জনপদে পুরে প্রান্তরে পণ্যে শস্যে ফলে,
ইহজীবনের স্পৃহনীয় ধন জমিতেছে অবিরাম,
স্নানে পানে রত-জীবলোক যত গাহিছে হর্ষসাম।
এযে অনারত আশিসের ধারা ভক্তের সংসারে,
এ-হেন ভারতে বিশ্বে কেহকি নিঃস্ব করিতেপারে?

কমলাকান্ত

শ্যামার চরণকমল-ভৃঙ্গ কমলাকান্ত তুমি,
তোমার জন্মভূমিতে তোমার চরণচিহ্ন চুমি।
তব আশ্রমরেণুতে জনমি জীবন ধন্য গণি,
শক্তির বরনন্দন তুমি ভক্তের শিরোমণি।

চিন্ময়দীপে উজল করেছ দীপান্বিতার রাতি,
নিজচিতানলে জ্বেলে গেছ তুমি স্বর্গপথের বাতি।
শ্মশানে শ্মশানে বিষাণ বিষাণে তব আহ্বান-ধ্বনি,
শক্তির বরনন্দন তুমি ভক্তের চূড়ামণি।

প্রমথ পিশাচে ভক্তিমন্ত্রে দানিলে দীক্ষা নব,
লালসা-বিলাস ভোগের মৃত্যু, যোগের ত্রিশূলে তব।
দস্যু দানব চরণে জুটিল, লুটিল সিংহ ফণী,
শক্তির বরনন্দন তুমি ভক্তের শিরোমণি।

লক্ষপতির বক্ষে জাগালে পরামোক্ষের তৃষা,
সে তব পঞ্চমুণ্ডীর তলে বঞ্চিল কত নিশা,
মিলালে শ্মশান-ভস্মের তলে অপবর্গের খনি,
শক্তির বরনন্দন তুমি ভক্তের চূড়ামণি।

তোমার উগ্রসাধনার তেজ জবায় জবায় জ্বলে
তোমার ভক্তি-অমৃত সাধুর নয়নে নয়নে গলে।
বঙ্গের মঠমন্দিরে বাজে তব বাণী সনাতনী
শক্তির বরনন্দন তুমি, ভক্তের শিরোমণি।

মধুমাসে

সেথা—কি সুখে রয়েছ বঁধু মথুরা পুরে ?
হেথা—মধুমাস এলো ফিরে গোকুল জুড়ে,
সারা—বকুলবনে হের—ব্যাকুলমনে
ঘুরে—উতলা দখিনবায়ু কাহারে চ'ুড়ে' ?

পুন—পিয়াল তলায় মৃগ এসেছে ফিরে,
শুন—দোয়েল ফিরেছে তার তমালনীড়ে।
শুক—শারিকা দুহুঁ সুখে—কূজিছে মুহু
বনে—কোকিল কুজিছে কুহু করুণসুরে॥

ঐ—পাপিয়া ডাকিছে 'পিউ কাঁহারে' বলি'
কারে—বনে বনে গুঞ্জনে খুঁজিছে অলি ?
হায়—কিরিয়া স্মর হলো—হতাশ বড়,
তার—নিশিত কুসুমশর কোথায় ছুড়ে ?

নব—পলাশ জাগিয়া পুন আলসে ঢুলে,
রাঙা—অশোক সশোক বুকে ঝরিছে মূলে,
চুত—মুকুলদলে, মধু—বৃথাই গলে
বধু,—যমুনার জল হতে কাঁদিয়া ঘুরে॥

হায়—আজি মধুমাসে বুঝি বরষা এলো,
তায়—গোকুল অকালমেঘে ছেয়ে যে গেল।
রাঙা—আঁখির পুটে মুহু—বিজুরী ছুটে,
কালো—কাজর গলিয়া লোর অঝোরে ঝুরে॥

ওগো—আজি মধুঋতু শ্যাম, সফল কর'
বুকে,—চপলকিশোর, ব্যথা-উপল হর'।
সেথা—কি-মধু লভি, বঁধু—ভুলিলে সবি?
কবি—শেখর ভনে হে সখা, থেকনা দূরে॥

পল্লী-ব্রজ

গ্রামের ঐ,—প্রান্তঘেরা বনটি আজি কেন আমার মনটি হরে?
সুদূরের,—কুলুভরণ মুখর নদী কালিন্দীরি রূপটি ধরে।
বাগানের,—নিমসজিনা, আমার পোঁতা
তমালের,—শ্যামলতা পেল কোথা?
ওপারে,—কাশের বনে দুধের সাগর, গোকুল আমার মনে পড়ে।

ও কি ও,—ঝিল্লী?—না—না, ঝুমুরঝুমুর ঘুঙুর বাজে—
কি শুনি?—শুকসারী ঐ কইছে কথা বনের মাঝে?
সাদামেঘ,—যায় না চেনা আজকে দেখে,
ধেনুরা,—নামছে যেন পাহাড় থেকে,
আজিকে,—কীচকবনের উতল হাওয়া পাগল হলো বেণুর স্বরে।

ফুলে ঐ,—নুইয়ে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার উজল শাখা,
দেখা যায়,—উহার তলে কারে যেন পায় আলতা-আঁকা,
কোঁকড়া,—চুলে গোঁজা সন্ধ্যামণি,
কোমরে,—গামছা বাঁধা, ঐ পাঁচনি,
রাখালের,—বেশটি মোহন বাঁকা চলন আজি আমায় উদাস করে।

ধ্বংস-দেবতা

মিথ্যা আমি তোমায় ডরি, মিথ্যা কাঁপি মৃত্যু স্মরি,
করকরোটি অমৃতে তব পূর্ণ,
মরণে তুমি করেছ জয় শরণে তব কিসের ভয়?
শঙ্কর,—এ শঙ্কা কর চূর্ণ।
ঈশান তব বিষাণ রবে প্রলয় আসে ভীষণ, তবে
বিশ্ব নব তাহাতে লভে সৃষ্টি,
মাভৈঃ বাণী গর্জ্জি কহ শুনিতে শুধু শঙ্কাবহ,
বজ্র-ছলে জীবনই কর বৃষ্টি।
তৃতীয় আঁখে বহ্নিছটা বিথারে জগদর্চ্চি ঘটা
গঙ্গা পুনঃ তোমারি জটাপুঞ্জে,
ইন্দু তব ললাটে জ্বলে জনম দেয় প্রসূন ফলে
ওষধি-মধু-ভেষজ গিরিকুঞ্জে।
অট্ট রবে শঙ্কা রটে তবুও তা'ত হাস্য বটে
অভ্রভরা,—শুভ্র যেন কম্বু,
উরগ শত অঙ্গে ধরি ঘুরিছ প্রেত সঙ্গে করি
পিতৃ-স্নেহ লুকাবে কোথা শম্ভু?
পিণাক তব জ্বলিছে করে, পুত্র তাহে মিথ্যা ডরে,
ক্ষণিক তব ছলনাভরে রোষ হে,
শুভের লাগি ধ্বংস কর' ধ্রুবের লাগি সর্ব্ব হর'
তুমি যে ভোলা তুমি যে আশুতোষ হে।

অধ্রুব যা তাহারি তরে   রুদ্রশূল তোমার করে
কাঁপুক ভয়ে ত্রিপুর, হেম-লঙ্কা,
তোমায় যারা শরণ লভে   লভেছে তারা মরণ কবে ?
ধ্রুবের ছায়া—মোদের কিসে শঙ্কা ?

করুণা তব লভিল অহি   ধন্য বিষ, কণ্ঠে রহি,
হৃদয় তব পাবেনা প্রেম-অঙ্ক ?
মৃতেরো হেয় অস্থিগুলি   আপন দেহে লইলে তুলি
জীবন কিগো হবে না নিঃশঙ্ক ?

প্রমথ পশু পিশাচগণ   হইল তব আপন জন,
পাবেনা ঠাঁই মানুষ তব সঙ্গে ?
বিষ-ধুতুরা চরণে তব   লভিল চির শরণ, প্রভো,
নেবেনা তুমি মোদের হৃদিপদ্মে ?

মরণ লভি বনের দ্বীপী   বহিয়া জয় কীর্ত্তি লিপি
কৃত্তি-পটে শোভিছে তব অঙ্গে।
দগ্ধ হয়ে ভস্ম হব   তবুত তব অঙ্গে রব
ডরি না তাই তোমার রোষ-রঙ্গে।

যা কিছু ভবে ত্যাজ্য হেয়   তোমার ভূষা ভোজ্য পেয়
অধম আমি নিরাশ নহি তাই গো,
আমাতে তব অংশ যাহা   পাবেনা প্রভু ধ্বংস তাহা
হাড়ের চেয়ে লভিবে উচু ঠাঁই গো।

চির অমৃত ঊষার লাগি   রয়েছি পিতঃ আশায় জাগি
নাশ'হে মম জীবন-তমোরাত্রি

ক্ষুদ্র আমি রুদ্রে রব   চূর্ণ হয়ে পূর্ণ হব,—
বিশ্ব হ'তে বিশ্বনাথে যাত্রী।

মনের বনে

দাও গো দেখা মোহন সখা গহনমনের
বনপথে বনমালী।
বনবিহারী তোমার তরে জীবন জুড়ে
গহনতরু বল্লী পালি' ॥

দুঃখশোকের অশোকতমাল শাখে শাখে
নিবিড় তমঃ দিনদুপুরেও আটকে রাখে।
পিয়ালতলে ভয়ালরবে শিয়াল ডাকে,
অকল্যাণে রটায় খালি ॥

কণ্ঠে আমার কথায় কথায় লতায় লতায়
কাঁটায় কাঁটায় জড়াজড়ি।
শুষ্ক ব্যথায় মর্ম্মরিত পাতায় পাতায়
ঝরাফুলের ছড়াছড়ি।

জীর্ণ মম পাঁজরফাঁকের বাঁকে বাঁকে,
স্মৃতির ঝিঁঝিঁ ঝাঁঝর বাজায় ঝাঁকে ঝাঁকে।
বসে' আছি তোমার লাগি আকুল আঁখে,
শীর্ণ আশার জোনাক জ্বালি' ॥

জয়ার প্রতি উমা

কৃত্তিপট যে এত মনোহর আগে তা' বুঝিনি সই ;
ফণীফণিনীর ফোঁস-ফোঁসানিতে আর শঙ্কিত নই।
খুলে' নে'লো জয়া গজমোতিমালা,
খুলে'নে, কনক মাণিকের বালা।
সাজেনা আমায় অক্ষবলয় আর ফণিমালা বই

বিনোদ-কবরী বিনাস্নে সই, চাহিনা চিকনঘটা,
তৈলবিন্দু দিস্‌নাক শিরে, রুখুচুলে হোক জটা।
আলতাকাজল রুচেনাক আর,
চাহিনা উশীর চন্দনসার।
দে'লো দে' মাথায়ে শ্মশানভস্ম মুঠো মুঠো এনে ঐ ॥

ধুতুরাফুলের অবতংসটি রচে দে' আমার কাণে,
মণ্ডিত কর কটিতট, মহাশঙ্খ—মেখলাদানে।
বৃষভক-কুদে উপাধান করি'
যাপিবলো সখি সুখ শর্ব্বরী,
করোটিমুণ্ডে প্রেততাণ্ডবে আর চণ্ডিমা কই ?

প্রভুর ভূষণে ভীষণ বলিয়া সবে করে পরিহার,
কিবা আছে শিব-সীমন্তিনীর তা'হতে কান্ত আর ?
প্রেম করিয়াছে বড় সুমধুর
সব রুদ্রতা পরাণ বঁধুর,
প্রিয়ের যা' প্রিয় শিরে ধরি তাই আজিকে ধন্য হই ॥

ইউসুফের প্রতি জুলেখা

(ভাষী)

দেবতা, তোমায় দেছেন বিধাতা গুলভাতি তব কপোলে ফুটে,
রূপ-চঞ্চল ছুনিয়া পাগল, হের তব পদ যুগলে লুটে।
ও ললাট-তটে যে দ্যুতি প্রকটে চন্দ্রমা তায় পাণ্ডু ম্লান,
তব অপাঙ্গে চারু ভ্রূভঙ্গে পেল অনঙ্গ ধনুর্ব্বাণ।
তোমার তনুর বসনে ভূষণে শুভ সুষমার আলোক লাগে,
লোহিত সুসিত কুসুম অযুত ফুটে যেন তায় দ্যুলোক বাগে।
মধুর অধরে মদির হাসিটি চারু কোরকের বিকাশসম
গুলের পাপড়ি-ঝরার মতন তব পদক্ষেপ মানস-রম।
তুমি আছ বলি সর্ব্বংসহা সব গুরুভার বহিতে পারে,
তোমারে হারালে সে বুঝি পাতালে অতলে ডুবিবে ভূধর-ভারে

তুলে ধর' মোরে, ডাকি করজোড়ে শরণ-বন্ধু, করুণা কর'
শুন এ কাকুতি প্রাণের আকুতি ব্যথা হর' মোর শোচনা হর'।
তপ্ত শ্বসনে বহ্নি-শোষণে চপল অশ্রু উপল যায়,
অশনি-আহত অশথের মত অন্তর মোর বিদরি যায়।
প্রলেপ স্নিগ্ধ করি নিদিগ্ধ ভুলাও দগ্ধ হৃদির জ্বালা,
দুলাও বন্ধু দুলাও কণ্ঠে তোমার বাহুর নিবিড় মালা।
নিরাশা-তপন দহেছে স্বপন, হয়েছে জীবন সাহারা যেন,
খোসবাগানের খোসবো এমন বহাইলে তায় আহারে কেন?
বহাইলে যদি, ঝলসিত হৃদি-কুটীরে ঢালো সোমের সুধা,
চির-অনশন-ক্লিষ্ট জীবন, মিটাও মোহন, প্রেমের ক্ষুধা।

গিরিকুসুমের প্রতি কবি

(বার্ণস্)

অরুণ-হৃদয় তরুণ কুসুম,—ফুটেছিলি
চেয়েছিলি অনিমেষে,
সাক্ষাৎ হলো, কুক্ষণে তুই দেখা দিলি
নিরজন গিরি দেশে।
নিঠুর চরণে দলিত করেছি হায় হায়
ললিত অঙ্গ তোর,
আহা, আজি তোরে বাঁচায়ে তুলিতে পুনরায়
শকতি নাহিক মোর।

আমি নহি তোর প্রিয় প্রতিবেশী চন্দনা
সুখের দুখের সাথী,
তোর পরে বসি গাহে যে অরুণ বন্দনা
পোহালে দারুণ রাতি।
তার পদভরে দুলে দুলে তুই পরিহাসে
নেচেছিলি মনোরম,
মোর পদভারে কেমনে বাঁচিবি? তোর পাশে
আমি বনগজ সম।

উত্তরবায়ু মৃত্যুশীতল বয়েছিল
তুই যবে জনমিলি,
হুতাশনসম ভানুকর তোরে দহেছিল
তবু তুই বেঁচে ছিলি।

কত যে ঝঞ্ঝা তুষারপুঞ্জ বারিধারা
গেল তোর' পর দিয়ে,
তবু ছিলি জীয়ে, কোথা হতে এই পথহারা
প্রাণ তোর যায় নিয়ে ?

ঝনমিলি এসে নিরজন দেশে, স্মিতাননা
ছিলি না কাহারো পথে,
মাগিস্‌নি তুই একটু বিন্দু বারিকণা
কাহারো কুম্ভ হ'তে।
ভালবাসা হায় পাস্‌নিক তুই এ জীবনে
চাস্‌নিক কারো স্নেহ,
ভাবিস্‌নি তুই প্রাণ নিতে তোর নিরজনে
এখানে আসিবে কেহ।

সোহাগে যতনে পুর উপবনে ফুল কত
গরবে ছায়ায় জাগে,
নিমিষে ফুটিছে নিমিষে লুটিছে কত শত
তবু কার মনে লাগে ?
উজলিলি তুই যে ঠাঁই, আর যে আর নেই
গেলি যে আঁধার করে',
শুহার পশুও বাঁচায়ে রাখিল, ব্যথা এই
মানুষ বধিল তোরে ?

অলির প্রতি কুসুম

এস কালোবঁধু মম গাহি গান, প্রিয়তম,
নিশি দিন ডাকি যে তোমায়,
ফুল-জীবনের সার তারুণ্য, লাবণ্য-ভার
সুকুমার এ কৌমার দিতে তব পায়।
রূপ-দৃপ্ত প্রজাপতি কয়ে গেছে, "রূপবতি
তব প্রেম যে লভিবে বড় ভাগ্য তার।"
সমীর ছাড়িয়া শ্বাস বলে গেছে "ক্রীতদাস
হতে আমি রাজী আছি শোভনে, তোমার।"
সরীসৃপ পশু পাখী কেহ বনে নাহি বাকী
চারি পাশে জুটি ঘোষে আমার গৌরব।
যত বন-দেবতারা হয়ে অভিমানহারা
যাচিয়াছে এক কণা আমার সৌরভ।
এ সব কিসের লাগি বহিয়া রজনী জাগি?
বল' বল' কিসের আশায়,
কালোবঁধু যদি তুমি মম রস-হৃদি চুমি
না মিটাও মধু পিপাসায়?

রূপ আছে আছে রস, রয়েছে গন্ধের যশ,
আছে স্পর্শ শীতল মধুর,
নাহি শব্দ নাহি গান মৌন মূক স্তব্ধ প্রাণ
রেণুঘন শ্বাসে তাই বেদনা আতুর।

পাখার পরশ দিয়া দাও তনু কণ্টকিয়া
কেশর-রোমাঞ্চে হিয়া করহে চঞ্চল;
গাহি গুণ-গুণ গান বিকল এ মূকপ্রাণ
মুখর করহে সখা রভস-বিভল।
তুমি বিনা সবই ছার লাবণ্য হয়েছে ভার
লালিত্য, লুলিত তার ওগো কালোবঁধু,
সুগন্ধ পীড়িয়া প্রাণে কৃতান্ত-যন্ত্রণা আনে
কালকূট হয়ে দহে পরাণের মধু।
কাব্যের বৈভব বহি আর কতকাল রহি
কবি বিনা সকলি বৃথায়।
সঙ্গীতের উপাদান অঝঙ্কৃত মৌন ম্লান,
দাও সুর দাও প্রাণ তায়।

নীরব এ নাট্য-শালা, মধু গন্ধ এত আলা
গান বিনা অলস স্বপন,
এত ঋদ্ধ আয়োজন বিনা হৃদ্য প্রিয়জন
কনীনিকাহীন যেন অরুণ নয়ন।
কালার বাঁশরী বিনা পিয়ারী মলিনা দীনা
ফুলের দোলনা তার ধুলায় লুটায়,
কালো জলদের বাণী না মাতালে হৃদিখানি
কলাপী চন্দ্রকছটা বিষাদে গুটায়।
কালো কোকিলের গীতি বিনা, জড় শীত স্মৃতি
কে ঘুচাবে কাননের অন্তর মর্ম্মর?

বিনা দুটী কালো আঁখি, শুধু লোধ্‌রেণু মাখি
লজ্জারুণ গণ্ড কভু শোভে কি সুন্দর ?
কালো দীঘিটির বারি তাপজ্বালাদাহহারী,
কালো ছাড়া উপায় কোথায় ?
এস কালোবঁধু মোর কুসুমকোমার চোর,
আপনারে সঁপি তব পায়।

প্রেম ও পূজা

পূবের আকাশ লাল হয়ে ঐ এলো,
উঠেছে অই শুকতারাটি জ্বলি।
জাগো নিদয় নয়ন দুটী মেলো,
জাগো আমার হৃদয়কোষের অলি,
সারাটি রাত জেগেই আছি আমি
দণ্ড প্রহর পল অনুপল গুণি,
জাগো বঁধু ফুরিয়ে আসে যামী
ভোর-আরতির ঘণ্টা কাঁসর শুনি।
হাজার চোখে পূব আকাশে চাই
হাজার কানে শুন্‌ছি প্রতি ধ্বনি,
ফুরাল' সব আর যে দেরী নাই
জাগো আমার হাজার চোখের মণি,

'জয়মা জগদম্বা' বলে' হায়
নিঠুর বামুন উঠেছে অই জেগে,
হস্তে সাজী, নামাবলী গায়
এ দিক পানে আসছে দ্রুত বেগে।
বারেক জেগে আমায় বিদায় দাও,
হের এ চোখ শিশিরে যায় ভাসি,
শেষ কথাটি গুঞ্জরিয়া গাও
কর্ণে বহি বিদায় নিক এ দাসী।
দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবার লব
"জন্ম দিও, এবার নিয়ে প্রাণ
এমন দেশে, হয় না যেথা তব
পূজার লাগি প্রেমের বলিদান।"

পল্লবের প্রার্থনা

(শেখ সাদীর ভাবাবলম্বনে)

গোলাপগুচ্ছে পল্লব হেরি কহিল ডাকি
শাহজাদী, তার প্রিয় সহচরী আসমানীরে,
"গুলের সাথে ও পাতাগুলো কেন আনিলি সাকী?
ফুলদানী হতে তুলে তুলে সব ফেলে দে ছিঁড়ে।"
পল্লবগুলি নিঃশ্বসি' কয় "রাজদুলালী—
অনেনিক সাকী, আমরা এসেছি গুলের সাথে,"

বে-দরদী তুমি আমাদের তাই দিতেছ গালি,
সাকীরে বলিছ ছিঁড়িয়া ফেলিতে নিঠুরকরে।
নাইক মোদের সুষমা গন্ধ, যাইনি ভুলি,
সঙ্গে রহিয়া গুলের সুষমা বাড়াই তবু,
সুদিনে তাহার উৎসব মোরা জমায়ে তুলি ;
দুর্দ্দিনে মোরা সখীরে মোদের ছাড়িনা কভু।
আজিকে সখীর বড় দুর্দ্দিন—মরণ দশা—
কনক আধারে বৃথাই সাদরে বাঁচাতে চাও ;
প্রহরের লাগি কেন ঘুচাইবে শেষভরসা,
ফুলদানে তার সাথে আমাদেরো মরিতে দাও।"

বনমল্লী

(কালাংড়া কাওয়ালী)

ওরে বনমল্লিকা বনদুলালী
প্রাণে হর-ষণ পর-শন বুলালি।
আজি ঘন বনছায় গন্ধিত সুষমায়
আবেশে আমার দু'ন-য়ন ঢুলালি।

গোলাপ চুঁড়িতে গিয়ে বৃথা ভ্রমিয়া
গেছি তোর রূপ পিয়ে হেথা থামিয়া ;
হেরিবারে তোর হাসি হবো আমি বনবাসী
ছলছল আঁখে মোর মন ভুলালি॥

পুষ্পবিলাস

দাদাঠাকুর, ফুল তুল'না বল্‌ছি পুনঃ পুনঃ,
চক্ষুলজ্জা আর চলেনা সাফা কথাই শুন।
আজ্‌লাম এই গাছগুলো সব অনেক সোঁচকুঁড়ে,'
অনেক জলে ভিজে এবং রোদের তাতে পুড়ে।
নিজের বুকের বাছার মত ওদের দেখি আমি
ওরা আমার চক্ষু জুড়ায় প্রাণের চেয়েও দামী।
বল্‌ছ বটে "ফুল নিয়ে তুই করবি কিরে পাজি?"
কৈফেয়ৎটা দিতে তোমায় একবারে নই রাজী।
তোমার ঠাকুর পূজবে তুমি আমার ফুলে কেন?
আমার ঠাকুর পূজতে আমি জানিইনাক যেন।
তুমি বামুন, তোমার আছে ঠাকুর পূজা শেখা,
দিনদুনিয়ার মালিক যেন বামুনজাতের একা।
ফুল না ছিঁড়ে যেন তাঁহার হয়না পূজা কভু,
ফুটন্তফুল থাকৃতে বোঁটায় নেবেন আমার প্রভু।
কোল হতে মার ছেলেয় কেড়ে তোমার বলিদান,
আমার পূজা মায়ের বুকে শিশুর সুধাপান।
করুন তিনি পুষ্পবিলাস ফুলের বনে বনে!
চেয়ে চেয়ে দেখে আমার জুড়াই দু'নয়নে।
তোমার কোপে শাপে যদি উচ্ছন্নেই যাই
ফুলের বনে তাঁরেই পাবে—দুঃখু আমার নাই।

গ্রাম-প্রবেশ

ধানের জমি রইল পিছে ফুরিয়ে গেল আলের পথ,
খানা-ডোবা গ্রামের পথে নাম্‌বে এবার চরণরথ।
দু'পাশে তার আখের জমি লকলকে' তার আখের ঝাড়,
নীলকণ্ঠের পদ শুনা যায় আখের মতই রসটি যার।
কৃষাণ করে ক্ষেতের পাইট আলের পরে পাঁজাল জ্বলে।
শোনের ঝুড়ি মাথায়, বুড়ো গোবর ঝুড়ি কাঁখে চলে।
কাঁটা-দেওয়া পগার-ঘেরা ফুরিয়ে গেল আউশ ভুঁই,
গাঁয়ের দীঘি খেলে যথায় কাৎলা কালোবাউস রুই।
ঝটপটে-হাঁস পদ্ম ফুটে পানকৌড়ি ছাড়ছে ডাক,
নালার ধারে আঁচল ভরে' বাগদী-বুড়ী তুলছে শাক।
ত্রস্তকরে গাঁয়ের বধূ ব্যস্ত করে পুকুরঘাট
উঠতে হবে বটের তলে যথায় বসে গাঁয়ের হাট।
মউল বনে দোয়েল ডাকে তেঁতুলগাছে বাদুর ঝোলে,
শিকড়'পরে ঘোড়ায় চড়ে রাখাল, নামাল ধরে' দোলে।
জেলের ভিজে জাল্‌টী শুকায়, শুকায় তাদের ঘোলার ভেলা,
গাঁয়ের বালক আঁহল গায়ে ডাণ্ডাগুলি করছে খেলা।
পথিক দেখে পাশ কাটিয়ে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ায় বধূ,
জেলের ছেলে নেচে বেড়ায় কল্কেফুলের খেয়ে মধু।
তালবোনাটীর মাথার পরে ডেকে বেড়ায় শঙ্খচিল,
পিছন ফিরে তাকালে আর যায়না দেখা মাঠের বিল।

দুপাশে বাঁশ বাগান ঘন ভুঁয়ে পড়ে নুয়ে নুয়ে,
ঢুকতে গাঁয়ে তোরণ রচে পথের এপার ও পার ছুঁয়ে।
গাড়ীর চাকার দাগে ভরা ঢুকবে এবার গাঁয়ের পথে।
ছাতার ধ্বজা গুটিয়ে নিয়ে ধূলিমাখা চরণরথে।

শেষ সম্বল

পেলেছি যে ছাগলছানা একরত্তি হতে,
দাদা ঠাকুর বেচতে তা'ত নারব কোন'মতে।
খালি এ কোল ভরতে পালি ছাগল দুটো ঘরে,
করিনিক ব্যবসা পাঁঠার তোমার পেটের তরে।
বলছো তুমি কালীপূজোর জন্যে নেবে পাঁটা,
সেই ডরে হায় মোটেই এ-গায় দিচ্ছেনাক কাঁটা।
উচ্ছন্নে তায় যেতে হবে বলছ বটে হাঁকি।
সেখানে হায় যেতে ঠাকুর আছে কি আর বাকী?
অনেকগুলি ডাঁটো সাঁটো অনেক কচি কাঁচা,
মা-কালীরেই বছর বছর দিইছিত হায় বাছা।
দেখা হলে বলো ঠাকুর এবার শ্যামা মাকে,
"পাগল বুড়ী হয়না রাজী ছাগল দিতে তাকে।
পেটের বাছা অনেক দিছি মিটেনি তার ক্ষোভ?
মানুষ খেয়ে পেট ভরেনি ছাগলছানায় লোভ?
মরার বাড়া আর নেই শাপ, বলো ঠাকুর, যাও—
'সকাল সকাল বুড়ীটাকেই এবার শ্যামা নাও'।"

গাভীহারা

ধনদৌলত মধ্যে পুঁজি ছিল কেবল একটি গাই,
হায় ডুনিয়া আঁধার আমার আজ গোয়ালে সেইটি নাই।
উঠানভরা আছে শুধু চারটি তাহার ক্ষুরের দাগ,
কাঁদায় আমায় আধ খাওয়া তার চাকড়াভরা নোটের শাক।
বাছুরটি তার পড়ছে শুয়ে কোলের কাছে গুটিশুটি,
হাম্বাডাকটি শুন্‌লে দোঁহে আচম্‌কা আজ চম্‌কে উঠি।
মা' বলে ঠিক দাঁড়াত সে ফিরে এসে উঠানটিতে
ভর্‌তনা পেট চরাণীতে হায়রে গোটা থরাণীতে।
কাজ ফেলে সব, ছুটে যেতাম ভাতের ফেনের গামলা নিয়ে
গা'র ঘাম তার নিতাম মুছে আপন শাড়ীর আঁচলা দিয়ে।
লকলকিয়ে উঠেছে ঘাস জষ্ঠীমাসের পশলা পেয়ে
সবুজ পাথার এসে আজ ঐ ডহর পগার ফেল্লে ছেয়ে।
পায়ের দাগে দাঁড়াল জল ধানের রোআ উঠল ঝেড়ে'
হায়রে আমার শূন্য গোয়াল গড়াগড়ি দুধের কেঁড়ে।

বাগানমুখো কথ্‌খনো সে হয়নি চারা গাছের টানে,
খোঁয়াড়ে তায় হয়নি যেতে ধায়নি কারো থামার পানে।
মরে' গেলেও পরের ক্ষেতে ঢুকেবো ছিঁড়েও খায়নি ভুলে,
শিশু দুটি তার মস্ত ছিল মারেনি তা' কাউকে তুলে।
হাত না দিতে বাঁট গুলিতে ঝরত যে দুধ বাদলধারে
যোড়টি তাহার দুইহাতেও ধরতে কেহ পারত নারে।

বাছুরটি তার চ'ড়ে বেড়ায় পায়নাক যায় ঘাটে মাঠে
গাল বেয়ে তার ধারা ঝরে চোক বুজে মোর হাতপা চাটে।
পাতা কুটাই পেত সদাই—পেতনা খোল জাব্‌না তত
শরীর ছিল নাদুশ নুদুশ নরম ছিল,—ননীর মত।

পিঠটি ছুঁলে ঢেউ খেলিত লোম নাচায়ে সকল গায়ে
গলাটি তার বাড়িয়ে, ঘাড়ে রাখ্‌ত সে মুখ চুলের ছায়ে।
ঘর না ছেয়ে খড় ক'টি হায় রেখেছিলাম যত্নে বুকে
কে খাবে সেই সঞ্চিতধন? যাক্‌গে পুড়ে আধার মুখে।
ত্রিসংসারে নেই কেহ মোর মাত্রপুঁজি ছিলই সে যে,
তাইত আমার গাইয়ের গোয়াল ছিল শোবার ঘরের মেজে।
ফুরাল হায় পোয়াল জ্বেলে গোয়ালে সাঁজ সাঁজাল আজ
তার বিহনে শ্মশান এ-ঘর ফুরাল মোর সকল কাজ।

মজুরের গোহারী

বাবু সাহেব দিচ্ছ থুথুক,—দাও
আমরা তাতে মোটেই কাতর নই,
জুতো মেলেও সইতে হবে তা'ও
নই ত কিছু জুতোর নফর বই।
মারো ধরো যতই বকো কেন,
মজুরীটা কম করো না যেন,

নগদ সেটা চুকিয়ে দিও, রাখলে বাকী সত্যি কাবু হই,
ইচ্ছামত নিচ্ছ ধুমুক তাতে বাবু মোটেই কাহীল নই।
সস্তা ছিল সত্যি বটে আগে
টাকায় ছিল মজুর গোটা ছয়,
একটাতে আজ এক আধুলি লাগে
এটা তোমার সহ্য কি আর হয়?
জামা জুতো—সাবান বোতল ঘড়ি,
চশমা চুরুট চেয়ার টেবিল ছড়ি,
গিন্নীমাদের গয়না এত, এ-কি সবই হালী রেওয়াজ নয়?
পেটের দাবী সয় না শুধু? নতুন নতুন খরচা এত সয়?
এক টাকাতে চৌদ্দ পোয়া দুধ
টাকায় যা' হায় কিনতে বারো সের,
কর্জ্জ নিলে লাগছে কত সুদ
অনেকে ত পাচ্ছ তারো টের।
চাল ডাল তেল ময়দা চিনি নুন,
মাগ্যি দ্বিগুণ কেউ বা চতুর্গুণ,
দাম দিয়ে ত কিনছ সবি, সবের তরেই করছ খরচ ঢের,
এতই যদি সয়, সবে না পেটের-দাবি কেবল আমাদের?
ভাবছ বুঝি মুনীষ খেটে মোরা
মজুরীটা নিচ্ছি বেশী দরে,
ভাবছ বুঝি কিনব হাতী ঘোড়া
কিংবা টাকা রাখব জমা ঘরে।

ভাবছ বুঝি পরব জুতো জামা,
খাবো মিঠাই মোণ্ডা থামা থামা,
শাকভাতনুন তাই জোটে না, রাক্ষুসে পেট কেমন করে' ভরে?
নাই ত বাগান জমি জমা, কিন্‌তে যে হয় সবই চড়া দরে।

বিচার করো একটু সদয় হয়ে,
ঘরের খবর ভাবলে এ বুক ফাটে—
পিঠে ছেলে পেটেও ছেলে বয়ে'
মেয়েগুলোও খাটছে মাঠে ঘাটে।
পেটের জ্বালায় রোগের জ্বালাও ভুলি,
আট বছরের ছেলের হাতে তুলি
দিছি পাঁচন, কাঁধে ঝুড়ি গোবর কুড়ায় বুড়ী মা মোর মাঠে,
তবু সবার পেট ভরে না, আধ-পেটাতে অনেক রাতই কাটে।

দুখের ছেলে কাঁদলে রোয়ারই
ক্ষুদের মাড়ে ভুলাই আহা তাকে,
"কালকে খাবি" বড়গুলোর কই
আধেক রাতে খিদেয় যখন ডাকে।
তাদের তরে লুকিয়ে রেখে ভাত,
বাড়ীর ওরা শুধুই কাটায় রাত,
জল দিয়ে সে পেটের জ্বালা, গামছা দিয়ে লজ্জাটুকুন ঢাকে,
বলার কথা নয়ক্ এসব, বলে কি ফল? বল্‌ব বলো কা'কে?

বল্‌ছ 'ব্যাটা বেজায় ছোট লোক'
সত্যি ছোট—'টম'ও তোমার, বড়,

বাবু তারো জয় জয়কার হোক্
মজুরীটার একটা রফা কর'।
সারাটি দিন মাথার ফেলি ঘাম
চাচ্ছি কি তার বেজায় চড়া দাম ?
আক্রা সবই, রইবে শুধু বুকের রক্ত সস্তা এমনতর ?
সবই তোমার সহ্য হলো, মানুষ হতে সবই হলো বড় !

অনাবৃষ্টি

বরুণের আশীর্ব্বাদ দেবেন্দ্রের পরসাদ
এবার পুষ্করদেব করেনি বর্ষণ,
শুষ্ক এ হেমন্তে তাই কান্তি আশা শান্তি নাই
বনশ্রীর অঙ্গে নাই পুলক-হর্ষণ।
জমিতে উড়িছে ধূলো ফুলাল না শীষগুলো
গোরুর খোরাক হলো যেন তুচ্ছ ঘাস,
নিরাশায় ভালে হাত, কৃষক জাগিছে রাত
দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত করি তুলে অন্নগ্রাস।
জলে ভিজে রোদে পুড়ে খেটে খুটে ঘুরে ঘুরে
লাভ হইয়াছে শেষে জীর্ণ জর ভার,
নাহিক বৈদ্যের কড়ি, রূপা নাই এক ভরি
বাঁধা দিয়ে করিবে যে পথ্যের যোগাড়।

দেহ অস্থিচর্ম্মসার কেহ নাহি দেয় ধার
মহাজন তুষ্ট নয় কেবল সেলামে,
আশ্বিনের কিস্তী বাকী গোমস্তা বলেছে ডাকি
না দিলে, বলদ-জোড়া চড়াবে নিলামে।

হাতে পৈঁচা দুইখানি চেয়েছিল যে কৃষাণী
অনশন কত দিনই আজি সে লুকায়।
বৃথা আর জল টানা শাকের চাকড়া খানা
আশা ভরসার মত সকলি শুকায়।
মেয়ের আনিবে বর নূতন বাঁধিবে ঘর
চাষা করেছিল আশা প্রথম আষাঢ়ে,
যেই ঘরখানি আছে তাই বা কেমনে বাঁচে?
ছাওয়ারে রাখিবে হায় কি দিয়ে তাহারে?

পুকুর ভরেছে পাঁকে মাছ নাই, ব্যাঙ ডাকে
জালী কাঁধে জেলে-বউ ফেরে ম্লান মুখ,
ছেলেগুলো কি যে খাবে আঁখিজলে তাই ভাবে;
পুঁজি আছে শুধু দুটো গুগলী শামুক।
অস্থিসার শীর্ণকায় গোরু, চাল টেনে খায়
নাহি তৃণগাছা হায় ডহরে পগারে,
কাদাজল পান করে' একে একে যায় মরে'
রোগে ভুগে ভুগে শেষে চলেছে ভাগাড়ে।
বন্ধ আজ গাই দোআ দেয় নাক এক পোআ
যে গাই ঢালিত দুধ, দুই তিন কেঁড়ে,

গোয়ালা পাড়াটা গোটা খুঁজে নাহি এক ফোঁটা
মেলে দুধ; ফাটে বুক রোগী, শিশু হেরে'।

চাষী ভাবে কোন্ পাপে বুঝি কোনো দেব শাপে
ভাবে করিয়াছ কবে কার অপকার,
দুধে মিশাইত জল গোপ ভাবে তারি ফল
মনে মনে বলে পাপ করিবে না আর।
হাটে নাই সোর গোল ঘাটে নাই কল রোল
গোঠে বাটে মাঠে নাই নীলকণ্ঠী গান,
রোগ শোক ঘরে ঘরে কেবা দেখে কেবা ধরে
যাত্রা মহড়ায় নাই হাস্য কলতান।
মাসে হাট আট দিন তাও ক্রমে হয় ক্ষীণ,
কিনিবার বেচিবার নাহিক কিছুই—
মাঠ শুষ্ক জলাভাবে রবি-শস্য কে লাগাবে?
পড়ে আছে মেদে বাদা আউসের ভুঁই।
উঠানে বেগুন চারা সবগুলি গেছে মারা
উঠিতে পারেনি চালে আজো পুঁই লতা,
লাউ কুমড়ার ভার ভাঙিত মাচান যার
হৃদি ভাঙে আজি তার আঙিনার ব্যথা।
বনে বাগে নাই ফল, এবার শিউলী তল
হয়নিক পীত-সিত ফুলে ফুলে আলা।
নিতান্ত মরণ নাই ধুতুরা ফুটেছে তাই
পুণ্যপুকুরের তরে তুলে পল্লীবালা।

পিপাসিত পাখী অলি দেশ ছেড়ে গেছে চলি,
রাতে শুধু পেঁচা ডাকে, দিনে চিলকাক
জলবিন্দু নাই ভাবে ; মধু বিন্দু কোথা পাবে ?
ফুল নাই, মৌমাছিরা রচেনি মৌচাক।
শুষ্ক নল খাগড়ায় মড়া তাল বাগড়ায়
অকুলন্ত শর বনে উঠে হাহাকার,
ম্রিয়মান লতা তরু এ দেশ হয়েছে মরু,
বর্ষাজননীর স্নেহ না লভি এবার !

মেছুনী

সোয়ামী ছিল ডাকাবুকো ডাকসাধ্যে জেলে
ভীষণ জোয়ান, মেছোর রাজা অমুক মাঝির ছেলে,
ঝাঁকড়া কালো কোঁকড়া চুলে কাটত চেরা সীঁথি,
রুই কাৎলা ভাসিয়ে পোলা আনত ধরে নিতি।
কল্কাপেড়ে কাপড় পরে' হাতে সোনার বালা
বেচতে যেতাম গাঁয়ের ভেতর কাঁখে মাছের ডালা।
ভদ্রঘরের বৌঝিদেরও হয় না নসীব হেন,
ছোটলোকের মেয়ের দেমাক হবেই বা কেন ?

সেই যে দেমাক জন্মে গেল কম্‌লনাক আজো
ননদ ছিল—ছুঁতামনাক বাড়ীর কোনো কাজও

সীঁথির সিঁদুর মুছে নিল হঠাৎ ওলাউঠো,
সইল না সুখ রইল রে দুখ, কপাল আমার ফুটো,
দুষ্টলোকের চেষ্টা হলো কুপথে মোর টানে,
গর্জ্জে' গেলাম আঁসের বঁটি হাতে তাদের পানে।
গাল পাড়তাম দেখতে পেতাম বাড়ীর পাশে যাকে
ইজ্জৎটার রাখতে গেলে লজ্জাসরম থাকে ?

ছুটলো যে মুখ আজো তা যে থাম্‌লনাক ভুলেও
ঘোমটা রলো মাজায় বাঁধা উঠলো না আর চুলেও,
ছয় বছরের ছেলের রেখে মোড়ল গেল মরে'
মানুষও তায় করেছিলাম দুখ মেহনৎ করে'।
বিয়ে দিলাম, সেও হলো এক মর্দ্দ জোয়ান জেলে,
ফাঁকি দিয়ে সেও পালাল কচি কাঁচায় ফেলে।
কাঁদি তাদের বুকে বাঁধি আঁধার চারি দিক,
বলো দেখি কেমন করে' মাথায় থাকে ঠিক ?

সেই যে মাথা বিগড়ে গেল, মেজাজ হলো চড়া,
কারো কথা সয়না গায়ে শুনাই কড়া কড়া,
বৌকে আমার বাহির হতে দেই না কোনো মতে,
দু'ক্রোশ দূরে মাছ কিনে আজ হাঁকছি পথে পথে।
তেরো আনা দাম, দেবে যার বারো আনায় কেনা,
তাই কি সবাই নগদ কেনো প্রায়ই রাখো দেনা,
দু'মাস আগের পাওনা আজো আদায় কই আর হলো ?
মুখের কথা মিষ্টি হবে কেমন করে' বলো ?

ওপাড়ার রূপসী

মার্লো'র The Passionate shepherd to his lover এর অনুকরণে।

দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো দখিণ পাড়ার রূপসী,
দয়া করে' আমার ঘরে হওগো প্রেয়সী।
দিব শাড়ী শান্তিপুরে গামছা দিব রঙীন ডুরে,
জল আনিতে দিব তোমায় পিতল কলসী।

ফিতে কাঁকুই দেব তোমায় বেণী বাঁধিতে
দেব নতুন তাতারসি পায়স বাঁধিতে।
পৈছা শাঁখা দেব হাতে, খাওয়াইব দুধে ভাতে
নাহয় নিজে বাদলা রাতে থেকে উপোষী।

দেবনাক মাজতে বাসন গোয়াল কাড়িতে,
ঢেঁকী জাঁতা চালুন পাবে নিজের বাড়ীতে।
মাঠে ঘাটে যাওয়া আসায় মনের কথা কইতে পাড়ায়
অনেক পাবে সই-স্যাঙাতী সমান বয়সী।

হাঁটতে পাছে কাদা লাগে আল্‌তাপরা পায়
আষাঢ় মাসে ঝামা পেতে দেব আঙিনায়।
নতুনছাওয়া আমার ঘরে নতুন-বোনা মাদুর' পরে
এসো তোমায় পূজব দিয়ে দুর্ব্বো তুলসী।

পাড়ার মেয়ে

(ইংরাজী কবিতার অনুকরণে)

যতগুলি আমি কিশোরীরে জানি তার মত কেবা সুন্দরী ?
মোদেরি পাড়ায় বাস করে সেযে আমারি পরাণ মন হরি,
ধনীর বাড়ীতে এত যে রূপসী তার মত বল কোন্ জনা ?
বুকে নিশিদিন বাজাইয়া বীণ ফিরিতেছে সেযে গুঞ্জরি ।

চৌকীদারের কাজ করে' বাপ পালে গুটি পাঁচ সন্তানে,
মুড়ি চিঁড়ে ভেজে' তার মাতা, পাড়ার লোকের ধান ভানে,
তারা হেন মেয়ে কেমনে লভিল বিশ্বেরে করি বঞ্চনা ?
অই রূপসীরে কত ভালবাসি শুধু তা-এ মোর প্রাণ জানে ।

ভুলে যাই কাজ, পথ দিয়ে যবে চলে যায় মোর প্রাণমণি
মনিব আসিয়া গালি দিয়ে বলে 'দূর হয়ে যা'রে এক্ষণি ।'
দেয় দেবে মোরে দূর করে' আর করুক যতই লাঞ্ছনা,
প্রিয়ারে আমার নারি ছাড়িবারে এততেও নাহি দুখ গণি ।

মনিব আমারে পাঠালে বাজারে প্রিয়া পাশে যাই টুক করি'
ভিনগাঁয়ে মোরে পাঠাতে চাইলে ব্যারামের মত মুখ করি,
তামাক টানিতে টানিতে যদিবা হন কভু তিনি আনমনা,
প্রিয়ার ঘরের জানলায় গিয়ে হেরি তারে আমি বুক ভরি ।

ধুতির বদলে শাড়ী নিব চেয়ে ভেবেছি, এবার আশ্বিনে,
যাহা কিছু পাই সকলি জমাই দিব তারে আমি দুল কিনে,
হাজার টাকাও পেলেও কোথাও তার কাছ ছাড়া রাখব না,
জীবনের'চেয়ে ঢের বেশী সেযে, কাহারো কথায় ভুলছিনে ।

দিনগুলো যেন লম্বা বেজায় রাতগুলো আরো, কই চলে?
এই ফা-গু-নের পরের ফা-গু-ন? যুগ ভাবি আমি এক পলে,
পাড়ার লোকেরা চোখ ঠারাঠারি করে' দেয় মোরে গঞ্জনা,
তারা ত জানে না তারে সাথে পেলে যেতে পারি বনজঙ্গলে।

মিলনোৎকণ্ঠিতা

চুলগুলো সই অমন করে' বাঁধিস না আজ টেনে
অমন খোঁপা বাসেনা সে ভালো,
গঙ্গাজলী ডুরে খানা দে'—না পুটী এনে
মানায় কি আজ দেহে বসন কালো?
নখের পরে আলতার টিপ দিস্‌না পায়ে ধরি
পরতে যেন করেছিল মানা
কাঁচপোকাটিপ কাজ নেই বোন সিঁদুরটিপই পরি
কি চায় সে যে আমার আছে জানা।

বছর ধরে' নাইক দেখা হুঁস হলো তার আজি,
হা সই আজি কখন হবে সাঁজ?
ছ'মাস হতে গুণছি যে দিন দেখছি শুধু পাঁজি,
মুখ তুলে কি চাবেন হরি আজ?
ছ'মাস হতে যাচ্ছি যাবো, আচ্ছা নিঠুর স্বামী
বল্‌ত লো-বোন কিসে জীবন ধরি?

যতক্ষণ না দু'চোখ মেলি দেখছি তারে আমি
তবক্ষণ তার ভরসা কি আর করি ?

প্রাণে কত ধুক্—পুকুনী,—কত যে সংশয়
দেখে কি আর প্রাণটা কভু খুঁজে' ?
দগ্‌দগি এ হিয়ার ভিতর নিত্য নূতন ভয়
পুরুষমানুষ ভাবে কি আর বুঝে ?
থাক্‌গে সে সব বুঝাব তায় আজকে নয়ন জলে
নারীবধের পাপীরে বোন পেয়ে,
মুখখানি আজ সারারাতি রেখে চরণ তলে
তুলবনা আর, দেখবনাক চেয়ে।

নইলে দিদি বলিস্ যদি কইব না তার কথা
পিছু ফিরে মুখ ফিরায়ে রবো,
বে-দরদী,—বুঝে না যে অভাগিনীর ব্যথা
তার কাছে বোন নরম কেন হবো ?
বলছি বটে তেমনি করে' কেমন করে' রই
আসছে সেযে বছরখানেক পরে,
দূর প্রবাসে হয়ত বড় কষ্টে ছিল সই,
একবারে সে যদিই গলা ধরে ?

বলছি যে সব হয়ত কিছুই হবেইনাক কাজে,
কেমন যেন লজ্জা করে বড়,
অনেক দিনই হয়নি দেখা, হয়ত আবার লাজে
হবো নতুন বউটি জড়সড়।

হয়ত অনেক রোগে ভুগে শরীরখানা ক্ষীণ,
ছুটী আগে পায়নি কোন মতে,
অনাহারে হয়ত আহা আসছে সারাদিন
হয়ত অনেক কষ্ট পেয়ে পথে।

আজকে আমার মাথায় যেন ঘুরছে হাজার জাঁতা,
প্রাণে বলক উঠছে এমন কেন?
শোন্ না কেমন বুকের কাছে আন্‌না সখি মাথা
ঢেঁকির মুষল পড়ছে বুকে যেন।
হাত পা কাঁপে চল্‌তে গিয়ে পড়ছি কেবল টলে'
রকম দেখে নিজেই মরি লাজে,
আয় ননদি মাথা আমার রাখিলো তোর কোলে,
পায়ে ধরি ডাকিস না আজ কাজে।

হাজার হাজার নৌকো যে আজ ভিড়ে মনের তটে
কানের ভিতর হাজার হাজার গাড়ী,
প্রতি পায়ের শব্দে কেমন ভ্রান্তি কেবল ঘটে
মা ব'লে অই এলোই বুঝি বাড়ী।
হাসিস না বোন দাঁড়া আগে আসুকই সে ফিরে
আর কি শুধু আসার আশায় ভুলি,
হাসিস্ এখন দেখিস যেন আমার নয়ন নীরে
নাহি ভিতে তোদের আঁচলগুলি।

আসন্ন-পরিণয়

কেমন তর হবেলো সই কেমনই সেটা হবে,
হাসিয়া সবে বলিবে 'বৌ' থুতনী ছুঁয়ে যবে।
কোথাবা যাবে উচ্চ হাসি বাঁধনবাধাহীন।
চলতে সদা সাবধানতা চাই যে নিশিদিন।
ঢাকতে হবে ঘোমটা আড়ে সতত মুখখানি,
পরতে হবে জড়ায়ে লাজে সেমিজ শাড়ী টানি।
রূপেরো মোর বিচার হবে মহিলা সভামাঝে
বলিবে কেউ 'বেশত খাসা' মরিয়া যাবো লাজে,
কেউ বা ক'বে ততটা নয় যতটা কিছু রটে।
'আহা-মরি না ছি-ছি ও না চলনসই বটে।'

গয়না গায়ে সয়না মোর, পরিতে হবে সবি,
ঘরের কোণে রইতে হবে পটের যেন ছবি।
পুজোর বলি ছাগের মত রইতে হবে বাঁধা,
হয়ত সবে সইবে নাক তোদের তরে কাঁদা।
অনেক জ্বালা সইতে হবে তবুনা সই ডরি,
দিচ্ছে মোর শরীরে কাঁটা সকলি মনে করি।
বাঁ-চোখ যেন উঠছে নেচে হৃদয় দুরু দুরু,
অজানা কোন্ সুখের লোভে পরাণ উড়ু উড়ু।
পাগলাহাতী আমারে তুলে করবে কি লো রাণী?
পরীর দেশে কাহারা যেন দিতেছে হাত-ছানি।

প্রোষিত-ভর্তৃকা

দুখের কথা বলব কি সই বুক ভেসে যায় জলে,
শ্বশুরবাড়ী কসুর আমার ক্রমেই বেড়ে চলে।
কেমন করে' মন যোগাব পাইনে দিশে কূল,
আনমনে তাই ক্ষণে ক্ষণে কেবল করি ভুল।
গল্পগুজব আমোদোৎসব সবই লাগে ছাই
ঠাণ্ডা মেজেয় শুয়ে শুয়ে কেবল তুলি হাঁই।
পনেরো দিন চুলবাঁধিনি, পড়ল চুলে ফাঁস
খেতে বসে ভাত রুচে না লাগে আথার পাঁশ।
সাধ যায় না ময়লা ছেড়ে ফরসা কাপড় পরি
নাপতিনী-বৌ ডাকলে পরে অ-সুখের ভান করি।
আঙুল কাটি মনের ভুলে কুটনা কোটার কালে
বাটনা শীলে বাঁটতে জ্বলে চক্ষু দুটী ঝালে।
দিনের ভেতর সতেরো বার হারাই রিঙের চাবি,
বালিশ তলে কাঁকন রেখে কোথায় গেল ভাবি।
তেলের ভাঁড়ে হুচোট খাই আর আলোর ভাঙি কাচ,
চিলের ছোঁয়ে সকলি দেই বাছতে গেলে মাছ।
রান্না ঘরে যেদিন ঢুকি এমনিতর রাঁধি,
উপোস করে বাড়ীর লোকে, ধোঁয়ার ছলে কাঁদি।
কিছু বা আধ সিদ্ধ করা কিছুতে নুন বেশী,
শাশুড়ী ক'ন "বৌ-মা ছিছি রাঁধন এ কোন দেশী ?

গোটা গাঁয়ে নেই হেন বৌ লক্ষ্মীছাড়া হাবা,"
নিত্যি শুনি মায়ের খোয়ার বায় যান্‌না বাবা।
দেওর বলে 'বড় বউয়ের সদাই চিঠি লেখা
এমন চিঠি-লিখিয়ে বৌ যায়না কোথাও দেখা'।
ননদ বলে ঘুম না এলে 'ঘুমোও পায়ে পড়ি'
'তুমিই কেন জেগে আছ'? জিজ্ঞাসা তায় করি।
সারাটাদিন সকল কাজে করে সে টিস টিস,
দুকথা তায় শুনিয়ে দিতে গা করে গিস গিস।
'ভাইটি যদি বিদেশে রয় ভাজটি খুটি নাটি,
কেমন করে' কাজ গুলো সব করবে পরিপাটি?'

প্রিয়ার কৈশোর

আজিকে বসন্তরাতে স্মরি তোমা, প্রিয়ার কৈশোর,
মম নবযৌবনের প্রিয়তম প্রাণের দোসর!
তোমায় আমায় দেখা এ জীবনে ক'দিনের লাগি?
স্মৃতির মাণিক্য-মঠে তবু তুমি নিতি আছ জাগি।
মনে পড়ে স্মিতরম্য কুণ্ঠানম্র তোমার মুরতি,
আরক্ত আনত মুখে হর্ষে ভয়ে ব্যাকুল মিনতি।
স্মরি সে বাহিরে বাম, লজ্জাভীরু, অন্তরে দক্ষিণ
তোমার মধুর ভঙ্গি, সন্ধ্যাম্লান নয়ন—নলিন।

পদনখে ক্ষিতিচিত্র, অঙ্গময় প্রণয়-অঙ্কুর
মম দৃষ্টিমহোৎসব লীলায়িত গঠন বন্ধুর,
মল্লিকার বনে বনে তোমা সনে লীলা কুতুহল,
নিরুদ্দেশ বিহরণ, অভিমান কত ভান ছল।
আধ' আধ' সমুৎসাহে পদে পদে বাধ' বাধ' ভাব,
বিবিধ কৌশলকলাছলনায় তব সঙ্গ লাভ।
লীলাভরে সাজাইতে ফুলধনু নব নব ফুলে
সুরভি কুসুমাসব উচ্ছলিত অধরের কূলে।
তরুতলে স্বিন্নাঙ্গুলে ফুলমালা গাঁথিতে যখন,
পিছু হতে ধীরে আসি রুধিতাম তোমার নয়ন।
কখনো শ্রবণ-ত্রস্ত চম্পালুব্ধ ভৃঙ্গ তাড়নায়
চকিত-চকিত হয়ে আঁকড়িয়া ধরিতে আমায়।
জানিতে মোদের বার্ত্তা, নেত্রশ্রুতি কত কুতূহলী
ঝোঁপে ঝাড়ে আশে পাশে উঁকি দিয়ে ঘুরিত কেবলি।

আমার কিশোর বন্ধু দিয়াছিলে অপূর্ব্ব জীবন,
তব সাহচর্য্যে মম সত্য হলো স্বপ্নের ভুবন,
ইন্দ্রায়ুধময় হলো শিরঃ' পরে অনন্ত আকাশ
অফুরন্ত পরিমলে ভরে' গেল উন্মদ বাতাস।
চরণতলের মাটী হলো যেন শিরীষ-পেলব
স্নেহবন্ধ ক্ষভিল যেন নিখিলের সকল মানব।
মহোৎসবময়ী হলো নৃত্যগীতে দানসত্রে ধরা,
সব পেয় হলো সীধু সব ভক্ষ্য হলো মধুভরা।

'পঙ্কজে পঙ্কজে 'আহা ভরে' গেল যেথা যত জল
ভৃঙ্গে ভৃঙ্গে ভরে' গেল নিখিলের সকল কমল।
গুঞ্জন করেনি হেন মধুব্রত ছিল না তখন
মানস হয়েনি হেন কলগুঞ্জ করিনি শ্রবণ।'
সুস্বপ্নে ভরিল সুপ্তি, মুক্তাফলে হৃদ দণ্ডাক্তজল,
অকাজে ভরিল দিন, বিভাবরী চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
বউকথা কও আর শুক পিক পাপিয়ার স্বরে
সব কোলাহল যেন ডুবে গেল ঝঙ্কার সায়রে।
বসন্ত ভরিল মোর ফাগে ফাগে হোলীর মিলনে
বরিষা ভরিয়া গেল নিশি নিশি ঝুলনে ঝুলনে।
ভরিল হেমন্তসন্ধ্যা রাস-রসে মাধুরী-উচ্ছ্বাসে
সুখদ হইল শীত পরিরম্ভে উষ্ণ ঘন শ্বাসে।
কবিত্বে ভরিল চিত্ত, সব বাণী ভরিল সঙ্গীতে
প্রকৃতি ভরিয়া গেল লীলায়িত প্রসন্ন ভঙ্গিতে।

আবার মাধবী নিশা কালচক্রে আসিয়াছে ফিরে
বাজে না তোমার বাঁশী মম প্রেম-যমুনার তীরে।
পলাশে বিলাস নাই। রক্তাশোক আজি শোকারুণ,
কোকিল পাপিয়া-কণ্ঠে বাজিতেছে বেহাগ করুণ।
শুক আজি শুক-কণ্ঠ নাহি রস রসাল মুকুলে,
আকুঞ্চিত চঞ্চলশ্রী নাহি বন-লক্ষ্মীর দুকূলে।
আজি ব্যর্থ রজনীতে দীর্ঘশ্বাস তেয়াগি কেবল,
হায় কৈশোর, তব মধু-স্মৃতি করিয়া সম্বল!

রেবা-রোধসি

(রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে)

মন পড়ে' আছে রেবাতটভূমে বেতসকুঞ্জতলে,
যেথানে তোমারে পেয়েছিনু সখা মালতীর পরিমলে।
হেথায় পৌর সৌধ-সদনে
নিবিড় তোমার বাহুর বাঁধনে
সেই স্মৃতি আজো অন্তরে ঘুরে সন্তরি' আঁখিজলে।

সেই লুকোচুরি গোপনাভিসার সেই দুরু-দুরু বুক
বানীর-বনের নিভৃত আঁধারে ক্ষণিক মিলনসুখ,
সে সুখের তুলা নাহি এ জীবনে
সে সুখ-বিরহ আজি এ মিলনে
ধিকি ধিকি জ্বলে, তোমার সাধের জতুগৃহ তার গলে।

নূপুর খুলিয়া নীলবাসে সেই টিপি টিপি আসাযাওয়া
বন-মরমরে চমকি চমকি ঠায় আশাপথ চাওয়া,
বিদায়ের ক্ষণে হৃদয় বিবশ
আঁখিজলে লোণা চুম্বনরস,
সবস্মৃতিগুলি ফুটে আছে বুকে রক্তিম শতদলে।

আছে বা কেমন আহা রেবাতটে সেই তরুলতা গুলি,
হয়ত তাহারা নব অনুরাগে আমাদের গেছে ভুলি;
জানেনা হেথায় সোণার পিঁজরে
বনের পাখীরা ছটফট করে,
পল্লবছায় নিভৃত কুলায় স্মরিতেছে পলে পলে।

বাসরস্মৃতি

ভুলিনি সই ভুলিনি সেই প্রেমজীবনের প্রথম সুদিন,
হলাম যে দিন, হৃদয়রাণী, তোমার অপার কৃপার অধীন,
লতিয়ে-পড়া অঙ্গখানি, লুলিত সেই মৃণাল-পাণি,
অঙ্কুরিত প্রেমের বাণী, তন্দ্রাহত নয়ন-নলিন,
ভুলিনি সেই সঙ্কুচিত শঙ্কানত দৃষ্টি মলিন।

অলির প্রথম গুঞ্জ সেদিন ফোট'—ফোট' কলির ফাঁকে
ত্রয়োদশীর শশীর পাশে প্রথম মানস-চকোর ডাকে,
মোদের অশোক-বকুলবাগে মলয় সেদিন প্রথম জাগে,
জীবন প্রথম মধুর লাগে কিশোর হিয়ার মধুর চাকে;
তারুণ্য মোর প্রথম সেদিন রসাঞ্জনী পরল আঁখে।

ভুলিনি সই ভুবন-ভোলা প্রথম ভালবাসার রাতি,
তোমার আঁখি থাকত মুদে মেল্লে আঁখি বাসর বাতি।
প্রথম চুমায় যেদিন দোঁহার, খুলে গেল ত্রিদিবদুয়ার—
কপোলতটে উঠল ফুটে পারিজাতের হিরণ ভাতি,
ভুলিনি হেম-সিংহাসনে মোদের প্রেমের বরণ-রাতি।

স্তব্ধ, কোলাহলের মাঝে, যেন কতই অপরাধী,
গয়না পাছে শব্দ করে রেখেছিলে কষ্টে বাঁধি।
কিশোরপ্রাণের সব অনুভব গোপন করে' রইলে নীরব,
রোমাঞ্চ হৃৎস্পন্দ যবে গোপন করায় হলো বাদী—
কইতে কথা, মনে পড়ে? সেদিন আমি কতই সাধি?

কথার লতা জড়িয়ে গেল কণ্ঠ-তরুর অঙ্গ ভরে'
অকথিত বচন তোমার বাচাল হলো নয়নজোড়ে।
আলসে চোক জড়িয়ে এল দেড়প্রহরেই মুদে গেল,
স্বপন ঘোরে আপন ভেবে বাঁধলে আমায় মৃণাল ডোরে,
যৌবনের এই ভাটীর দিনেও সেই স্মৃতি দেয় বিবশ করে'।

ভুলিনিক যেদিন প্রথম বসলে হয়ে' হৃদয় রাণী,
সিংহাসনের একটী কোণে—সঙ্কুচিত পা-দুখানি।
কিরীট হেলায় পড়ছে খসে', চাইতে সরম সভায় বসে'
ছত্র চামর ধরতে নিজেই বাড়িয়ে দিলে কমল-পাণি,
সে সব স্মৃতির ঝঙ্কতরূপ ধরো, আমার গানের রাণী।

এখন ও তখন

প্রথম যখন বাসরস্বপনে তোমার চুমাটি লভিনু ঠোঁটে,
তীব্র ঝাঁঝাল দ্রাক্ষার ঝাঁঝি হেনমত তায় ছিলনা মোটে।
মহুয়াফুলের সুরার মতন আজি লাগে তব প্রেমের যতন,
চীনে-করবীর মধুর সোয়াদ তেমন, অধরে আর না জোটে।
লভিনু যখন প্রথম পরশ সহজ পেলব জাগিল হৃদয়,
পোষা কপোতেরে গণ্ডে বুলালে যেমন পুলক অঙ্গে ছোটে।
পারাবতপ্রীতি, করবীর মধু তখনো জড়ায়ে স্নেহে তব, বধূ,
চপলাবালার দীঘিজল কেলি তখনো তোমার চিকুরে লোটে।
তাই দীঘিবুকে গাহনের সম লভিনু তৃপ্তি সুশীতলতম,
আজি বাহুপাশে, নেশা-ঘোর আসে, উষ্মায় তনু তাতিয়া ওঠে।

নীড়ের স্মৃতি

দাওগো বিদায় আজ অভাগায় পল্লীবনের প্রবাসভূমি,
আপন গৃহ হতেও প্রিয় স্পৃহনীয় আমার তুমি।
তিস্তা নদীর ঝরণা সম অশ্রু ঝরে নেত্রে মম,
বিদায় দিনে সহস্রবার তোমার পথের ধূলি চুমি।
শোন বিদায় ব্যথার গীতি আমার প্রীতির প্রবাসভূমি।

তরুণ প্রেমের লীলা-ভুবন তোমার সাদর স্নেহের কোলে
প্রিয়ার সহ ছিলাম অহো আনন্দ হিল্লোলের দোলে!
কত খেলা, মান অনিদান সারাবেলা প্রেম অভিযান,
তাদের স্মৃতি জীবন-ভরা কেমন করে' এ-মন ভোলে!
পরাণ-প্রিয়ায় পেলাম হিয়ায় বিবিক্ত এ তোমার কোলে।

যে সব দিন আর ফিরবেনাক সে সব দিনের পুঞ্জ-স্মৃতি
ভরে' আছে তোমার ধূলা আকাশ বাতাস কুঞ্জবীথি।
বোশেখ রাতে হেনার সুবাস মধুবাতের স্নিগ্ধ নিশাস
প্রিয়ারে মোর প্রিয়তরা কান্ততরা করত নিতি।
উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা জাগায় যে আজ সে সব স্মৃতি।

শারদ রাতে জ্যোৎস্নারাণী আঁচল খানি দিত পেতে,
বসে' তাতে দুই জনাতে ফুল তুলিতাম আকাশ-ক্ষেতে।
শীতের স্পর্শ নিবিড়তা উষ্ণ মধুর পীবরতা
লভেছিলাম তোমার নীড়ে দুরু দুরু আনন্দেতে;
যৌবনের মৌ তপ্তমদির পান করেছি মাঘের রেতে।

শ্রাবণরাতে, মনে পড়ে, জৈমিনিরে কেবল স্মরি ;
কল'কল' জলের স্রোতে টল'মল' ভবন-তরী।
মেঘের গভীর গরজনি, পাগলা হাওয়ার হাহাধ্বনি,
দিত আকুল উদ্দীপনায় আশ্লেষণে নিবিড় করি,
বর্ষানিশার শঙ্কা-মধুর হর্ষ আবেশ আজকে স্মরি।

শতেক অভাব ত্রুটি নিয়ে ছোট্ট গৃহস্থালী পাতি,
তোমার ঝোঁপের অন্তরালে নিত্যি মোদের চড়িভাতি,
একটী নীড়ে আমরা দুজন, চলত সদাই কাবাকূজন,
শাসন করার দূষণ ধরার কেউ ছিলনা সঙ্গীসাথী।
পেতেছিলাম তোমার কোলে গৃহস্থালীর খেলাপাতী।

অনভ্যাসের বিড়ম্বনা, উপহাসের কতই ব্যথা,
জাগাইল দোঁহার পরে দোঁহার অটল নির্ভরতা।
প্রিয়াই হলেন দিবারাত্তি সচিব সখা শিষ্যা সাথী ;
বন-প্রবাস করল সফল পুষ্পিত তার বাহুলতা,
তার সাহসে সমুৎসাহে ভুলে যেতাম বিদেশ ব্যথা।

যৌবনেরি কল্পস্বরগ! অতুল তোমার অতল প্রীতি ;
ইন্দ্রসভায় আসন পেলেও স্মরবো আমি তোমায় নিতি।
মথুরারি রাজ-আয়োজন ভুলায় কিরে শ্রীবৃন্দাবন?
অযোধ্যা-রাজহর্ম্যে কি যায় গোদাবরী-তটের স্মৃতি?
মোর জীবনের স্বপ্নভুবন, শোন' আমার বিদায়-গীতি।

পুনর্ম্মিলন

প্রথম রাতে ঝগড়া ঝাঁটি করে'
শেষের রাতে মিলনটা যে হয়,
সাধ করে' কি মিটাই মোরা তাই ?
দোঁহার মাঝে কম্‌তি কেহ নয়।

ঘুম-পাহাড়ের কোন্‌ পরী যে এসে
কুহকভরা মায়ার পরশ দিয়া,
আচ্ছাদিয়া স্বপন পাথার তলে
মিলাইয়া দেয়গো দুটী হিয়া !

প্রথম রাতি পূর্ব্ব জনম যেন,
মধ্যরাতি কাটে গহন মোহে,
শেষ রাতিতে সকল স্মৃতি হারা
ফুটে উঠি এক বোঁটাতে দোঁহে।

প্রথম রাতের ছাড়াছাড়ির পালা,
আড়াআড়ির বাড়াবাড়ি যত
নীদ্‌ পাথারে সব মুছে যায় ধুয়ে
সাগর বেলায় টানা রেখার মত।

স্বপ্ন-যবনিকার পরপারে
মিলন আরো নিবিড় হয়ে উঠে,
নূতন পরশ দেয় সে রোমাঙ্কুরে
নূতন সোয়াদ দেয়সে অধর পুটে।

প্রথম রাতির থাক্‌ত যদি স্মৃতি
হোত কি আর মিলন গাঢ় অত?
মোদের মাঝে কম ত কেহ নয়
কেহই মোরা হতাম নাক নত।

তৃষ্ণা

একটি যুগের তব আয়োজন প্রিয়া
সহস্র যুগের মোর চিত্ত-ব্যাকুলতা।
দুটি মাত্র শ্রুতি তব, একখানি হিয়া,
বহু বরষের মোর বুকভরা ব্যথা।
অজস্র চকোর মোর হৃদয় গগনে
দ্বাদশীর চাঁদ তব কতটুকু সুধা?
একটী থালায় অন্ন, তোমার ভবনে
সুদীর্ঘ দুর্ভিক্ষ-ইদ্ধ মোর তীব্র ক্ষুধা।
একটি সরোজ মাত্র তব সরোবরে
শত লক্ষ অলি মোর অক্ষি তারকায়;
শত নিদাঘের জ্বালা মোর বক্ষ ভরে
ক'টি বিন্দু করুণায় কি-বা হবে তায়?
তব রূপ-সিন্ধু হেরি ব্যাপি দশ দিশা
তাতেই বা কিবা? মোর অগস্ত্যের তৃষা।

রাণী

তোমায় আমি করব রাণী ছিল মনে,
গিয়েছিলাম—সিংহাসনের অন্বেষণে।
গেলাম তোমার বাঁধন ছিঁড়ি   পার হয়ে বন নদী গিরি
জিজ্ঞাসিলাম মিল্‌বে কোথা জনে জনে,
তোমায় আমি করব রাণী ছিল মনে।

ভাবতাম আমি, তোমার ভাবেই আত্মহারা,
'রাজা যারা আমার মতই মানুষ তারা,
আমার মতই কাঁদে হাসে,   খায়, পরে, গায়, ভালবাসে,
আমিই তবে কেন রবো লক্ষ্মীছাড়া ?'
ছিলাম কি না তোমার প্রেমে ক্ষ্যাপার পারা।

এই ধারণায় ঘুরে এলাম দেশে দেশে,
ভুল্লোনাক পিঠে, কোনো হাতীই এসে।
খুল্লনাক সিংহদুয়ার,   উঠলনাক জয় জয় কার,
"আসুন হুজুর" বল্লেনাক উজীর হেসে।
তোমার পাশে কাঙাল বেশে এলাম শেষে।

মেলেনাক রাজত্বটা কেবল খুঁজে',
এখন আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি বুঝে;
মেলেনাক ভিক্ষে করে   কিন্‌তে তা হয় গায়ের জোরে,
জিন্‌তে তা হয় শৌর্য্য দিয়ে অনেক যুঝে
মিল্‌লনাক মুলুক মুলুক এলাম খুঁজে।

উল্‌টে বরং করতে ভড়ং পুঁজি পাটা
সব গেল মোর, মিট্‌ল নাক আকাঙ্ক্ষাটা ;
চোর ভেবে রাজপ্রহরীরা দিল আমায় অনেক পীড়া,
পাগল বলেও পেলাম অনেক লাথি ঝাঁটা,
নিঃস্ব আমি,—গেছে সবি পুঁজিপাটা।

পাইনি বলে তবু হতাশ হইনি রাণী,
একটি জবর দেশের আমি খবর জানি।
তার অধিকার আমায় পেতে হবে নাক কোথাও যেতে ;
আমার পানে চাওলো, তোল’ বদনখানি—
সেথায় আমি করব তোমায় মহারাণী।

আমার মানস রাজ্যে বস’ সিংহাসনে,
বিহার কর আমার প্রেমের কল্পবনে।
রাজ্য, আমার জীবন জুড়ে তায় তব জয়কেতন উড়ে ;
কাব্য-রমা বরবে তোমা আলিঙ্গনে,
হে কল্যাণি, হওলো রাণী চিৎভুবনে।

প্রেমের গান

আমাদের—দোঁহার প্রেমের দুই পাখাতে ভর করে’ গান
ছুটলো দেশে দেশে,
বলাকা—শ্রেণীর মত মালা রচি নীল আকাশে
চললো ভেসে ভেসে।

চমকি—পল্লীবধূ ঘাটের পথে কল্‌সী কাঁখে,
থমকি—ভুল্‌বে গ্রীবা, চাইবে কিবা উদাস আঁখে।
নাগরী—হর্ম্ম্যচূড়ে নাগর প্রিয়ে নর্ম্মভরে
দেখাবে তায় হেসে॥

সহসা—তরুণ পথিক তাদের হেরে উদাস প্রাণে
যাত্রা যাবে ভুলে,
মাঝিরা—দেখবে অবাক, ঠেকবে তাদের অলস দাঁড়ের
নৌকা গিয়ে কূলে।
ইহারা—বাসর ঘরের বাতায়নের আশে পাশে।
সারারাত—করবে কূজন, শুনবে দুজন রসোল্লাসে,
আঙিনায়—রচবে কুলায় তুলসী তলায়, বধূ সভায়
বসবে ঘেঁষে ঘেঁষে॥

এ গানে—সুবর্ণেরে পায়ে ঠেলে সুবর্ণারেই
বাস্‌বে সবাই ভালো,
ইহারা—নীরস আঁধার জীবন নিশায় আনবে উষ'
ঢাল্‌বে প্রেমের আলো।
ইহারা—উড়ে উড়ে বস্‌বে অনেক হৃদয় জুড়ে
এ গানে—মানিনীদের মান অভিমান যাবে দূরে।
এরা সব—পাখার হাওয়ায় উড়িয়ে বাধা তরুণ জগৎ
জিনবে অবশেষে॥

বিদায় না আহ্বান ?

চোখে জল ? না না প্রিয়ে মুছ মুছ ত্বরা
বিদায়ের ক্ষণে মোরে কর'না চঞ্চল,
করুণ ভিখারী আঁখি বড় দৈন্য ভরা,
সর্ব্বনেশে, যাত্রাভঙ্গ করিবার ছল।
অই তপ্ত অশ্রুধারা, তরল হৃদয়,
করিবে পিচ্ছিল মোর সারাপথ হায়,
সমগ্র প্রবাস হবে—বিড়ম্বনাময়,
সর্ব্বকর্ম্ম, কণ্টকিত লাঞ্ছনা লজ্জায়।
যদি শুভ মাগ' প্রিয়ে কৃপা করি তবে,
নিঠুর কঠোর ভঙ্গি জাগাও বয়ানে,
নিরাপদ হবে পন্থা যাত্রা শুভ হবে
ফিরিতে মাথার দিব্য কয়োনা নয়ানে।
সর্ব্বনাশ! মাগিতেছ বিদায় চুম্বন,
এই কি বিদায় ? এযে পুনরাবাহন।

বিদায়াশ্রু

বিধুমুখি সখি একি একি দেখি কপোলে গড়াল চোখের জল,
জ্বলিল যে হিয়া কোথা গেল প্রিয়া এত গরবের বুকের বল ?
বলেছিলে সখি বিদায়ের ক্ষণে
রহিবে অটল দেহে প্রাণে, মনে
হাসিমুখে হায় দানিবে বিদায় এবে হেরি সব মুখের ছল।

বড় ছিল ভয় বিদায় সময় শুষ্ক নয়ন হেরিতে হবে
সারাপথ মম, শুধু মরুসম মৃগতৃষ্ণায় জ্বলিতে রবে।
আহা সখি আঁখি মুছনা মুছনা,
শুচি শোচনায় ও শুভ সূচনা,
বয়ানে চলেছে নয়ানে গলেছে প্রেম মিলনের সুখের ফল।

বিদায়

বিদায়, বিদায়, বুক ফেটে যায় তবুও বিদায় দিতেই হবে,
প্রেমলীলা শেষ, নিয়তি নিদেশ মাথা পেতে সখি নিতেই হবে।
এ ভুলোক নহে অলকা ভবন,
কোথা শাশ্বত হেথায় মিলন?
চুম্বনহারা বিম্ব অধরে বিরহনিম্ব পিতেই হবে।
বিনা নিক্রয়ে কোনো সম্ভোগ এ-মর বিশ্বে নাইগো নাই?
দুইদিন আগে দুইদিন পরে সুখের শুল্ক দেওয়াই চাই।
মিলে সুরলোক তপ উপচয়ে
হারাইতে হয় পুন তপ' ক্ষয়ে,
মিলন-স্বর্গে ফিরিতে বিরহে পুন তপ আচরিতেই হবে।

বিচ্ছেদে

মনে মনে তোমা কত বাসি ভালো প্রাণে প্রাণে আজ বুঝেছি সই,
প্রণয়ের লীলা আজিকে ফুরাল সহসা ঝটিকা উঠিল অই।

আজি মরমের পাঁজরে পাঁজরে
বেদনার টান পড়িছে সজোরে
আঁখি দিয়ে হৃদি ঝরিছে অঝোরে আজিকে এ-আমি সে-আমি নই।
ছাড়িতে যে হবে সহসা এমন ভুলেও কখনো ভাবিনি মনে
হেলাফেলা মাঝে তোমার মহিমা হারাল কোথায় ঘরের কোণে,
হাজার বাহুতে কি বাঁধন দিয়ে
নিভৃতে নীরবে বেঁধেছিলে প্রিয়ে ?
আজি বাহুপাশ খসাইতে গিয়ে বুকের শোণিতে সিক্ত হই।

বিরহে

মিলনে তোমার পাইনি যা সখি বিরহে তাহার সকলি পাই,
আজি সখি তুমি জুড়ে বসে' আছ মম মানসের নিখিল ঠাঁই।
আজি তুমি সখি নহ অকরুণ
আঁখি যুগ আজি নহে রোষারুণ,
আজি নহ তুমি মানিনী ভামিনী আজিকে নয়নে ভ্রূকুটী নাই।
আজি নহ তুমি মনের বাহিরে মানসবৃন্তে রয়েছ ফুটি
প্রেমদেবতার সেবা-অপরাধে কর নাক আজ হাজার ত্রুটি।
শিশিরসিক্ত নয়নোৎপল,
করুণায় আজ করে ছলছল,
আজিকে তোমার প্রতিবিন্দুটি আমার জীবনে পেয়েছি তাই।

নৈরাশ্যে

মালা গেঁথে আর কি হবে বলোনা মালিকা বিলাস হয়েছে শেষ,
কি হবে টানায়ে ফুলের দোলনা নিয়ে এস সখি যোগিনী-বেশ,
ছিঁড়ে ফেলে দাও লীলাশতদল
দ্রাক্ষার বনে জ্বালাও অনল
মল্লীকুঞ্জে চালাও কুঠার রেখনাক তার সুষমালেশ।
পিঁজর দুয়ার দাও খুলে দাও উড়ে যাক মোর ময়না শুক,
প্রিয় বঁধু মোর হলো অকরুণ কুসুমশয়নে সয়না সুখ।
খুলে দাও সখি হেম আভরণ
ধুয়ে দাও মোর রাঙান চরণ
মুছে দাও রাঙা ঠোঁটের বরণ, মুড়াইয়া দাও মাথার কেশ।

জীর্ণদেউলে

দীনদেউলের হে দেবদয়িত, আমি হব চির সেবিকা তব,
তব বেদিকার ধূলিমলাভার মাথার চিকুরে মুছিয়া লব।
দীনের ছদ্মে রয়েছ গোপনে
সে কথা আমি যে জেনেছি স্বপনে,
সারানিশি ভাঙাদেউল-সোপানে আঁচল বিছায়ে শুইয়া রব।
নাহি ও দেউলে ভাস্করকলা, জ্বলেনা শীর্ষে কনকচূড়া,
অশথের মূল বেড়িয়া বেড়িয়া তোরণস্তম্ভ করেছে গুঁড়া।
আসিনিক আমি দেউলে পূজিতে
এসেছি দেবতা তোমারে খুঁজিতে,
করিব প্রাণের অর্ঘ্যরাজিতে জীবন-দেউল পুনর্ণব।

প্রিয়া-প্রশস্তি

এ কবি-জীবন অবলম্বন,—নন্দন বন-মালিকা,
মম যৌবন-মন্থন-ধন—নয়ন-পাবন বালিকা,
ব্যথা যন্ত্রণা-শোকে সান্ত্বনা, মর্ত্ত্য-জীবনে মূর্ত্তসাধনা
যুগে যুগে আলো করে আছ মম কল্পচিত্র-শালিকা।
পুরাজনমের আহৃতসুকৃতি, হলে শরীরিণী লয়ে শতস্মৃতি
অন্তরলোকে অন্নপূর্ণা—জীবলোক-প্রতিপালিকা।
চিৎসরোরুহবাসিনী কমলা, সরলা অবলা অথলা অমলা,
ভব-তটিনীর দুইপারে তুমি প্রান্তর-পথ-চালিকা।

ত্রিধারা

নর্ম্মলীলা-কুতূহলা ভোগবতি, তুহিনশীতলা,
নাগশীর্ষরত্নোজ্জ্বলা রঙ্গময়ী তরঙ্গচঞ্চলা,
যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে এস টুটি পুলিন-কঞ্চুক,
ঝম্প দিয়ে তব বক্ষে লভি অবগাহনের সুখ।

এস ভাগীরথীধারা শুভঙ্করী পুণ্যতোয়া অয়ি,
শিবজটা বিনির্গতা তপোব্রতা ধ্রুব-শিবময়ী,
আন শুদ্ধি ক্ষেম ঋদ্ধি স্বর্ণ শস্য পণ্যের সম্ভার,
তোমার ও মেধ্য তটে অয়ি হৃদ্যে পাতিব সংসার।

এস এস মন্দাকিনী ছায়াপথচারিণী সুন্দরী,
পারিজাত মন্দারের রেণুগন্ধে মোদিত লহরী।

প্রেমের তরণী বেয়ে তব বক্ষে যাব ভেসে ভেসে,
তোমার জনম-ক্ষেত্র বিষ্ণুপদে উপজিব শেষে।

গিন্নী

ঘোমটা দেওয়া আর চলে না কোমরে রয় আঁচল খানা,
ঘোমটাটানা চল্‌লে পরে গৃহস্থালী যায়না টানা।
প্রবল স্রোতে নৌকখানা ধরতে হবে হাতের জোরে
ঘোমটা খুলে হালের বাঁধন দিতে হবে আঁচল ডোরে,
চলে না টিপ আলতা পরা আসতে যেতে আয়না দেখা,
সার করেছি হাতের শাঁখা সীঁথের সতীর সিঁদুর রেখা।
গয়না গায়ে সয়নাক আর লাগে যেন বিড়ম্বনা
জড়সড়ো বসন ভূষায় হয়না এমন গিন্নীপনা।
খোঁপা বাঁধা আর সাজে না মাথায় বাঁধি চুলের নুড়ি
তেল হলুদেই ময়লা উঠে, সাবান কেনা গেছে উড়ি।
আর চলে না শুধুই গাঁথা পশম রেশম সূতার মালা,
সবার মুখে ধরতে যে হয় দুবেলা আজ ভাতের থালা।
ঝরেনা আজ কথায় কথায় ঠুনকো প্রাণে চোখের জল
শোকার্ত্তেরে বুকে টেনে দিতে যে হয় সাহস বল।
কচি কাঁচা বাছারা সব বেঁচে আছে আমায় ধরে'
হাঁপ ছাড়িবে নেই অবসর আয়েস করি কেমন করে?
চাইতে না হয় আশে-পাশে স্তন্য দিতে শিশুর মুখে,
ধরতে হয় আজ বরণ ডালা হাজার লোকের সভার বুকে।

ফুলের পাতা ঝরে গিয়ে চিত্ত নমে ফলের ভারে
আজকে মায়ের গৌরবে চাই আশীর্ব্বাদের অধিকারে।
গতর আজি রাখতে না হয় ওষুধ খেয়ে সেমিজ পরি'
সংযমে আর সেবার শ্রমে স্বাস্থ্য সবল আজকে ধরি।
আলস্য ভোগ বিলাসিতাই লজ্জা বলি করি মনে,
কাজের বাধা বাজে সরম ছেড়েছি আজ সখের সনে।
কে বলে এই বাংলা দেশে নেইক নারীর স্বাধীনতা?
কইত কারো নই পরাধীন, কড়া আইন আমার কথা।

আগন্তুক

মোদের দোঁহার মধ্যখানে কে এলি তুই বল?
একূল ওকূল পূর্ণ করি সোহাগ গাঙের ঢল।
দিবারাতির মধ্যে যেন জ্যোতির্ম্ময়ী ঊষা,
দুইটী বুকের অন্তরালে গজমতির ভূষা।
জীবন বীণার কঠিন কাঠে মায়ামুকুল মরি,
ঝঙ্কৃত তুই দুইটি তারে মিলে কোমল কড়ি।
দুইটি হিয়ার নবীন বাঁধন পারিজাতের মালা,
নূতন ক'রে পরিণয়ের তুইরে বরণ ডালা।

নিবিড় আলিঙ্গনেও বাঁধন ছিলইনাক দৃঢ়,
একটুখানি পৃথক করি দিলি বাঁধন চির!

একটু পৃথক করলি বটে বাঁধলি অটুট ডোরে,
একই ব্রত ভয় ভাবনায় দোঁহারে এক করে'।
মোদের প্রণয় করলিরে তুই কষিত কাঞ্চন,
যৌবনের এ উন্মাদনায় রে শুভ শাসন।
শরৎ-কমল, হরলি হৃদয়-বাপী-নীরের মল,
মোদের দোঁহের মধ্যখানে কে এলি তুই বল?

আকাশ-পথের প্রণয় মোদের ছিলইনাক স্থির,
সংসারের এ কুঞ্জবনে বাঁধালি তায় নীড়।
স্মর-দেবের আরাধনায় মত্ত ছিলাম হায়,
মোদের মাথা নোয়ালি তুই স্মররিপুর পায়।
আবেশ-মূঢ়ে জীবন-পথের লক্ষ্য দিলি এনে,
ভীরুদের আজ নিয়ে গেলি জীবন রণে টেনে।
তুই প্রণয়ের পরিণতি অমৃত মঙ্গল,
মোদের দোঁহের মধ্যখানে কে এলি তুই বল?

দুইটী কড়ি হাতে আজি দুইটি জনা বাঁ
তোকে নিয়েই আজকে মোদের সকল হাসাকাঁদা
একটি ফুলের পাত্রে মোরা আজকে মধু খাই,
একটী সুধার উৎসে ক্ষুধা পিপাসা জুড়াই।
উঠলি মোহের ধোঁয়া ভেদি পুণ্যশিখা জ্বলি,
পুষ্ট করুক দুইটী হিয়ার স্নেহের ধারা গলি।
কুশণ্ডিকার কুশের বনে তুইরে কুসুম ফল,
মোদের দোঁহের অঙ্ক জুড়ে কে এলি তুই বল?

সহধর্ম্মিনী

দেব্‌তা হতে নাইক মোটেই সাধ
চাইনা আমি তোমার আরাধনা,
শুন্‌তে আমি চাইনা তোমার মুখে
'হুজুর প্রভু জনাব জাঁহাপনা।'
বাইরে পরের নফর গোলাম হয়ে
ঘরের ভিতর তোমার সেলাম নিয়ে,
মর্য্যাদা মান শৌর্য্য সমাজ মাঝে
একটি কণাও বাড়বেনাক প্রিয়ে।
কে হবে মোর সঙ্গিনী বা সখী
করই যদি কেবল চরণ-সেবা?
পূজারিণী হয়েই যদি রও
সচিব তবে আমার হবে কেবা?
প্রেমদীক্ষায় শিষ্যা কোথায় পাই
নিজ্‌কে যদি অবোধ শুধু ভাবো,
সঙ্কোচে রও শৃঙ্খলিতাই যদি
গৃহিণী মোর কোথায় তবে পাবো?
কণ্ঠে তোমার কুণ্ঠা কেন প্রিয়ে?
কুণ্ঠা পথের কণ্টকই কেবল।

গুণ্ঠনের অই পর্ণরাজি দিয়ে
লুকাও কেন প্রেমের ফুল ও ফল ?

মিথ্যা মোহে সত্যে যদি ত্যজি
নিত্য করো তীব্র তিরস্কার,
বিপদে মোর সহায় হয়ো তুমি
বিপথ পানে রুদ্ধ করো দ্বার।
শাসন ক'র ব্যসন যদি বরি,
ন্যায়ের দিকে হস্তে ধরে টেনো,
মাতৃজাতির মর্য্যাদাটি দেখি,
বজায় রেখে সকল আদেশ মেনো।
ভামিনী হও, সইতে পারি তা'ও
কামিনী মোর শুধুই না হও যেন,
পথের সাথী হওগো পতিব্রতে,
আমার খেলার পুতুল হবে কেন ?
ভীরু যারা ভোগের পশু যারা
রিরংসাতেই ক্লিন্ন যাদের মন,
অন্তঃপুরের দেবতা সেজে তারা
দাসীর বুকে পাতুক রাজাসন।
আমি তোমার চাই না দাসীপনা
ঢের বেশী চাই তার চেয়ে যে আমি,
চাইযে আমি তোমার ভালবাসা
পূজার চেয়ে অনেক বেশী দামী।

সুযাত্রা

তেরস্পর্শ রিক্তা মঘা একে একে সবত গেল চলে'
যাত্রা করার আজ শুভদিন পাঁজি দেখে পুরুৎ গেলেন বলে'।
সকাল হতে মনটা খারাপ বাক্স তোষক হচ্ছে বাঁধা ছাঁদা,
ডাকাত যেন নিচ্ছে লুটে, ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে বড় দাদা।
এত অসুখ, কেমন করে' বলো
আজকে তোমার দিনটা শুভ হলো?

জানলা ফাঁকে প্রিয়ার আঁখি ফিরায় মোরে কেবল পিছু ডেকে,
প্রণাম কালে মা কেঁদে কন "এতুটো দিন গেলি না বাপ থেকে?
আধ' আধ' কথায় খোকা বলে 'না-না' আঁকড়ে' ধরে' ছুটে,
চাইতে পিছে সজল চোখে বুকটা যেন গুমরে গেল টুটে।
আজকে তবু সুদিন যদি হলো
হায় জীবনে কুদিন কারে বলো?

বৃষ্টি কি ঝড় এম্নি কিছু একটা আসে, হয়না যাওয়া শেষে
চলতে পথে ভরসা মনে ফিরায় যদি দৌড়ে কেহ এসে।
হয়গো দেরি পাইনা গাড়ী, বাড়ী ফিরে পিটাই তবে তাস,
ঠিক গাড়ী হায় দাঁড়িয়ে আছে গেলই ছেড়ে আমায় করে গ্রাস
পেলাম গাড়ী, দুর্যোগো না হলো,
সুদিন তবে কেমন করে' বলো?

দুটী পাখী

প্রবাস হইতে বহুদিন পরে গৃহে আসিলাম ফিরি,
হেরি মোরে প্রিয়া ঘোমটা টানিয়া উঠে গেল ধীরি ধীরি।
দেখা হতে দেরী, বাসনা বড়ই কথাটি শুনতে তার
আম্রের শাখে বৌকথাকও ডেকে উঠে বারবার।

প্রবাসে ফিরিব, প্রিয়ার সকাশে বিদায় লইতে গিয়া
পারিনা রুধিতে কঠিন প্রয়াসে আঁখি জল, ফাটে হিয়া।
চোখে কি পড়িল বলি ছল করি আঙিনায় আসিলাম,
নিম্বের শাখে 'চোখ গেল' করে উপহাস অবিরাম।

চোখ গেল

'চোখ গেল চোখ গেল' আহা ও কি করুণ রোদন ?
কিসে চক্ষু দগ্ধ হলো ? চক্ষু যে গো পরম রতন।
প্রাণপণে কুকারিছ যাতনায় আকুল অধীর
এ-ধরার হায় হায় সকলে কি হয়েছে বধির ?
কারো প্রাণ গলেনাক সবে মত্ত প্রমোদ-লীলায়
কেহ না বাঁচাতে ধায় ব্যথা তব দিগন্তে মিলায়।
কোন অপরাধে তোর চোখ গেল রে ব্যথিত পাখী ?
প্রাণ না লইয়া তোর কেন নিল প্রাণাধিক আঁখি ?
এত কি প্রচণ্ড পাপ যার দণ্ড এত নিদারুণ ?
কাঁদায় না বিশ্বজনে প্রায়শ্চিত্ত এমন করুণ ?

তুমি বুঝি ছিলে পাখী বাদশার হারেমের মাঝে
ইরাণী বেগম হয়ে হীরামোতি জড়োয়ার সাজে,
অন্দরের অন্ধকারে ছিলে তুমি আগরা প্রাসাদে
দিতনা খোজারা তোমা যেতে কভু ঝরোখা বা ছাদে?
পর্দ্দার উপর পর্দ্দা, চারিদিকে নির্দ্দয় শাসন
সোণার জিঞ্জিরে পুন সে পিঞ্জরে শতেক বাঁধন।
বেগম জীবন তব হাবশীর ভ্রূভঙ্গি শঙ্কিত,
এক দিন ছিল রুদ্ধ, মুক্তবায়ু আলোকবঞ্চিত।
শারদ সন্ধ্যায় কবে চন্দ্রোজ্জ্বলা কালিন্দী দর্শনে,
ঝরোখা করিলে ফাঁক সেই দোষে হারালে লোচনে।
এ জনমে লভিয়াছ মুক্তানিল উদার আকাশ,
অবাধ আলোকরাঙা প্রাণভরা মুক্তির নিশ্বাস
তবু সেই নেত্রব্যথা বহ্নিময়ী পা'নি ভুলিতে,
বিশ্বে কর বিগলিত 'চোখগেল' ব্যথিত বুলিতে।
আজো রাজভয়ে যেন, হে বেগম বিহঙ্গম রাণী,
কেহ নাহি কহে দুটী মুখ ফুটি করুণার বাণী।

কাক

রে কর্কশ-কণ্ঠ পক্ষী মসীকৃষ্ণ কাক কুদর্শন,
মূর্ত্তিমান,—তমিস্রার মুহুর্ম্মুহুঃ বিদায় বচন,
অরুণ-রথের শব্দ কণ্ঠে তব ধ্বনিত আকাশে,
মঙ্গল-সন্দেশ তুমি আন নিত্য মানব আবাসে।

জাগ শ্রান্ত স্বপ্নমূঢ় ধ্বান্ত ওই কহিছে বিদায়
আলোকের পুনর্জন্ম হের প্রাচীরন্ধ্রবেদিকায় ।
কে আছ এসন্ধি ক্ষণে অন্ধকোণে মুদি দুনয়ন
বহে যায় গৌরশুভ্র ব্রাহ্মদণ্ড, কর উন্মীলন ।
সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাতে স্রষ্টা পুন চাহে সৃষ্টিপানে,
বরি লহ বিবস্বানে বিশ্বমাঝে স্বাগত আহ্বানে ।
হারায়োনা এ মুহূর্ত সারাদিন ব্যর্থতায় ভরি
শুষ্ক হবে জীবনের শতদলে একটি পাঁপড়ি ।
বনে বনে জাগে কলি পক্ষী অলি মক্ষী সমীরণ,
ঝঙ্কৃত পঙ্কজবনে অরুণের বরণ-গুঞ্জন ।
দিশি দিশি প্রত্যাসন্ন বিধাতার প্রসন্ন ইঙ্গিত
সারা হয়ে আসে অই ভক্তদের মঙ্গল সঙ্গীত ।
কে আছ এখনো সুপ্ত ? ত্যজ শয্যা স্বপ্ন অবসাদ
যাত্রা করো কর্মক্ষেত্রে আনিয়াছি আনন্দ সংবাদ ।

তোমার আয়স কণ্ঠে, হে বায়স শুনি এই বাণী,
হে ঋষি প্রবুদ্ধ কর জনে জনে জ্ঞানাঙ্কুশ হানি' ।
মধুর কূজন যার সে বিহঙ্গ সঙ্গীতের তানে
তরল তন্দ্রারে আরো ধীরে ধীরে সান্দ্র করে আনে ।
কে জাগিবে না বিঁধিলে তীক্ষ্ণ স্বরে কর্ণের পটহ ?
চৈতন্য যা' দেয় তা যে চিরদিন শ্রবণ দুঃসহ ।
সত্য কহি যেইজন ভেঙে দিবে মোহের বিরাম
সে কি কভু প্রিয় হয় সে কি হয় নয়নাভিরাম ?
সত্যসন্ধ, বৈতালিক, ডাকো তুমি আলোকের পথে,
জানি আমি হিতবাক্য মনোহারী দুর্লভ জগতে ।

মরাল

অরালগ্রীব মরাল তব দুগ্ধে ধোয়া অঙ্গ,
তোমায় দেখে ইচ্ছে আমার লইগো তোমার সঙ্গ।
তড়াগ বুকে তোমার মত আনন্দে দেই ঝম্প,
তোমার মত উঠুক প্রাণে মুক্তিপুলক কম্প।
পদ্মাসনার চরণ তলে পদ্মবনের সদ্মে,
তোমার মত পূজি তাঁহায় সদ্য চিত্ত পদ্মে।
নয়ন-মোহন বাণীর বাহন আমায় কর সঙ্গী
শিখাও আমায় বাণীর পূজার নূতনতর ভঙ্গি।

কোন মানসের যাত্রী তুমি? লওগো মোরে পৃষ্ঠে
মায়ার দেশে যাও না করে তোমার গুণনিষ্ঠে?
যথায় করে সোণার কমল ঠোঁট দুখানি স্বর্ণ
চিক্কুল তটের রেণু যথায় আঙুলে দেয় বর্ণ।
নাগবালারা যথায় করে সলিল কেলি রঙ্গে
কূলে উঠই পরে যারা জ্যোৎস্না দুকুল অঙ্গে।
লওগো তথায় উধাও করে গিরি শিখর লঙ্ঘিব,
মৃণাল নব খাইয়ে দিব কর আমায় সঙ্গী।

সোণার যুগে ছিল তোমার অঙ্গখানি স্বর্ণ
রজত যুগে বদ্‌লে হলো রজতসিত বর্ণ,
এককালে যে করেছিলে সোণার মৃণাল ছিন্ন,
চঞ্চু পদে এখনও ঐ জাগছে তাহার চিহ্ন।

বৈদর্ভীর লাক্ষা রাঙা চল চরণ ভঙ্গে—
শিখলে গতি আজও আছে বংশধারার সঙ্গে।
কাংস্য-যুগে ক্রেঙ্কৃত আজ মধুর তব কণ্ঠ,
সোণায় রূপায় কাঁসায় রচা একাশীতি বণ্ট।

সুন্দরীরা স্নানের ঘাটে নাইছে আধ' নগ্না—
কেউ আমেখল আকণ্ঠ কেউ আবক্ষ কেউ মগ্না।
কি কাজ তোমার হোথায় সখা? বিপ্রয়োগে আর্ত্তা
কোন্ রূপসীর আনলে তুমি প্রিয়তমের বার্ত্তা?
তরী হয়ে ভাসছো, তারে তুলবে কিগো পক্ষে?
পার করে তায় নিয়ে যাবে প্রিয়বঁধুর বক্ষে?
হংসদূতের বংশ্য তুমি সুন্দরীদের মিত্র—
অঞ্চলে তাই হর্ষে তারা বহে তোমার চিত্র।

মূর্ত্ত তুমি শরৎ ঋতু পুষ্পময়ী কান্তি,
পক্ষী বা কি পুষ্প তুমি হয়গো তাতেই ভ্রান্তি।
শ্যাম সায়রে হেরি যখন তোমার দোলন লাস্য,
মনে যে হয় শষ্পদলে শিউলী ফুলের হাস্য।
চঞ্চু তোমার বিম্ব সম অঙ্গ তোমার কম্বু,
শিখাও মোরে ছন্দ নিতে ফেলে ধরার অম্বু।
ছন্দেরে মোর শিখাও প্রিয় শোভন গতির ভঙ্গি,
পদ্ম বনের পক্ষি, আমায় কর তোমার সঙ্গী।

আহতা হরিণী

(T. Moore)

এস লাঞ্ছিতা লোক—গঞ্জিতা শায়ক-আহতা হরিণী,
কেন অধোমুখে ? এস তোমা বুক করে'নি।
সবে তোমা ঠেলে-ফেলে গেছে দূরে,
আছে তব ঠাঁই এ হৃদয় পুরে
থাক' তুমি মোর প্রাণ মন জুড়ে' আমি আছি, দূরে সরিনি।
আমার অধরে আদরের হাসি তেমনি রয়েছে,—মরেনি।

কিসের প্রণয় ? যদি সুখে দুখে যদিবা দৈন্যে বিভবে
যদি গৌরবে গ্লানিতে সমান না রবে ?
আমি জানি প্রেম, জানি নাক ঘৃণা,
আমি শুধাব না, জানিতে চাহি না,
ও-হৃদয়ে তব পাপ আছে কি না, জানিয়া আমার কি হবে ?
আমি শুধু জানি ভালবাসি রাণি, ভাল বেসে যাব নীরবে।

প্রথম প্রণয়ে আধ লাজ ভয়ে আমারি হৃদয়ে রহিয়া,
দেবদূত ব'লে ডেকেছিলে মোরে হে-প্রিয়া
আজি দুর্দ্দিনে দেবদূতই হব
সব লাজ গ্লানি বুক পেতে লব,
বহ্নিকুণ্ডে পশিলেও রবো সাথে সাথে দাহ সহিয়া,
এ বুকে আগুলি বাঁচাবো তোমায় অথবা মরিব দহিয়া। *

মহাদেবী

(H. Wotton)

ওগো গগনের রূপ-গর্ব্বিত তারকাবলী,
ভাবিতেছ বুঝি দ্যুতি তোমাদের মানসহরা,
ক্ষীণদ্যুতি নিয়ে কত'খন আর রহিবে জ্বলি ?
জনতার মত সংখ্যায় শুধু বিমান ভরা।
আকাশ আলোকি নিশাপতি ধায়ে উদিবে যবে
তখন দেমাক এত শত জাঁক কোথায় রবে ?

ওগো গহনের বিহগপুঞ্জ কুঞ্জ মাঝে,
স্বরগর্ব্বিত, কলরব করি ভাবিছ বুঝি
স্বভাব-রাণীর বীণাবুদ্ধি ঐ কণ্ঠে বাজে,
গাও গাও ঢালো ক্ষীণকণ্ঠের যা কিছু পুঁজি,
নিখিল পুলকি কোকিল কুঞ্জে গাহিবে যবে
স্বরগৌরব কলকলরব কোথায় রবে ?

ওগো কাননের অশোক-পলাশ কুসুম রাজি,
মধুৎসবের গর্ব্বিতা যত তরুণী যেন,
আগে হতে এসে রঞ্জিত বেশে ভুবনে সাজি
সারা মধু মাস করেছ দখল ভাবিছ হেন,
মধু সৌরভে নব গৌরবে গোলাপ যবে
ফুটিবে শোভন তোমরা তখন কোথায় রবে ?

ওগো রসবতী রূপসী তরুণী রমণী শ্রেণী,
রূপ-গৌরবে করিতেছ হেলা নিখিল জনে,

ভূষা বৈভবে প্রমোদে মেতেছ দুলায়ে বেণী,
হাসে উপহাসে মানুষে মানুষ করনা মনে।
মহাদেবী মোর যদি আসে হেথা এ সভা মাঝে
সমুখে তাঁহার কোথায় বদন লুকাবে লাজে?

প্রেমের তত্ত্ব

(Shelley)

ঝরণা মিশিছে তটিনীর সাথে তটিনী মিশিছে বারিধি সনে,
সমীরের সাথে সমীর মিশিছে প্রাণের আবেগে তারকা বনে।
এ নিখিলে কেহ নাহিক একেলা বিধির এমন বিধান ধ্রুব?
সবাই মিলিছে, তব সাথে মোরি কেন নাহি হবে মিলন শুভ?
হের নগরাজ চুমিছে গগন চুমোচুমি করে লহরী গুলি
প্রকৃতি জননী ক্ষমেনা যদি বা ফুলে ফুল চুমে' না পড়ে ঢুলি।
সিন্ধুরে চুমে ইন্দুজ্যোছনা রবিকর চুমে শ্যামলা ভূমি,
এত যে চুমায় কিবা আসে যায় মোরে চুমা যদি না দাও তুমি?

রণরঙ্গী

(Lovelace)

তব—সতী হৃদয়ের মন্দির ত্যজি চলেছি বলিয়া হৃদয় রাণী,
সজল নয়নে নিষ্ঠুর বলি পিছু হতে আজ রেখনা টানি।
যেই নায়িকারে বরিয়া আনিতে চলিয়াছি আজি শস্ত্র করে
আসিব না ফিরে, হয়ত এশিরে দিতে হবে বলি তাহার তরে,

তোমাহতে মেয়ে আরো বরণীয় অভিমান ভরে কেঁদনা প্রিয়ে,
তোমা ভালবাসি এ হৃদয় সঁপি তারে ভালবাসি পরাণ দিয়ে।
সহ[illegible] তবু মেয়ে হবে তব প্রাণসমা আঁখির আলো,
তারে ভালবাসি তাই প্রিয়তমে, তোমারে এতটা বেসেছি ভালো।

প্রিয়ায়মানা

(Coleridge)

চারু দেখিতে নহে সে শ্রীমতী গরবিনী ধনিবালার মত,
প্রেমভরে যবে চাহিল প্রথম বুঝিনু আভাসে রূপসী কত।
দেখিনু মরি সে কত মনোরমা দেবগৃহে যেন গন্ধধূপ,
উজ্জ্বল তার আঁখি তারা, সেযে আলোর ফোয়ারা রসের কূপ।
আজি তার দিঠি কুণ্ঠা জড়িত উদাসীন প্রেমকরুণাহারা
চলে' গেছে সে যে দূর দূরতর প্রেমের প্রলাপে দেয়না সাড়া।
তবু আমি দেখি তাহারি আঁখিতে মাধরী দীপ্তি তেমনি জাগে,
রূপসীগণের হাসিরাশি চেয়ে তাহারি ভ্রূকুটী মধুর লাগে।

অভিশাপ

(J. Wilmot)

যাহার পরাণ চরণে ঠেলিলে তাহার কি আর রাখিলে বাকী ?
নিরাশা অনলে দহি পলে পলে মরণ যে তার আনিবে ডাকি।
মেদিনীর স্নেহ-ক্রোড়ের ছায়ায় ব্যথা তার শেষ হইবে যবে,
সেদিন হইতে প্রণয়ের শাপ ধিকি ধিকি তোমা দহিতে রবে।
তাহার পরাণ যেমন করিছে তোমারো তেমনি করিবে, জেন,
বিধাতা কি নাই ? সতীর হৃদয় বিফলে বৃথায় ভাঙ্গিবে কেন ?

বিরহে

(Burns)

যতদিক হতে বায়ু বয়ে' আসে, তার মাঝে
আমি—দখিনেরে বাসি ভালো,
সেই দিকে মোর মনপ্রাণচোর প্রিয়া রাজে,
আহা—সেইদিক করে আলো।
বন প্রান্তর পল্লী নগর খনি খাত
হায়—দোঁহামাঝে রহে কত,
তারি সাথে থাকি মম মন-পাখী দিবারাত
তবু—ঘুরে ফিরে অবিরত।

আমি হেরি তায় কুসুমসভায় গুণ্ঠনে
যেন——পুষ্পিত অনুনয়,
শুনি তার স্বর মধুপনিকর-গুঞ্জনে
কল——মধুঝঙ্কার ময়।
যত ফুটে ফুল সুরভিব্যাকুল নামহীন
হ্রদ——সরোবর উপবনে
যত পাখী গায় শাখায় শাখায় নিশিদিন
তারা—তারে শুধু আনে মনে।

আয়রে অধীর দখিনা সমীর বয়ে আয়
যত—গাছে গাছে ফোটা ফুল,
পুলকি' হৃদয়, বনপথময় লয়ে আয়
শত—প্রজাপতি অলিকুল।
এনে দে' ফিরায়ে হৃদয়কুলায়ে প্রিয়ধনে

যার—নাম জপি দিবা যামী
আন তার হাসি, সব-জ্বালারাশি—বিমোচনে
বুকে—তারে শুধু চাই আমি।

বিদায়ের ব্যথা কত কাতরতা দুঁহুমাঝে
মুখে—কত যে শপথবাণী
আহা সেই শেষ মিলন আবেশ, আজো বাজে
বুকে—স্মৃতিশেল—শূল হানি'।
কি ব্যথা যে প্রাণে আর কেবা জানে, ভগবান
এক—তিনিই জানেন শুধু,
আজি খনে খনে তাহার বিহনে মম প্রাণ
হায়—মরুসম করে ধু-ধু।

জুলেখা

(জামীহইতে গৃহীত)

বয়ান তাহার ইরাম বাগের মত —
নানা বরণের গোলাপের যথা বিভা,
ভোমরার মত যেন মধুপান রত
কালো তিলজুটী তাহাতে শোভিছে কিবা।
রজতের কূপ চিবুকের টোল তার
অমৃতের রস সঞ্চিত আছে রয়
লভিয়া কেবল শীকর-গন্ধভার
ঋষিরো চিত্ত স্নিগ্ধ পাবন হয়।

লালসালুক,—ঐরাবতের প্রায়
তার রূপ-গাঙে কোথায় ভাসিয়া যায়।

দ্বিরদের রদে রচিত কণ্ঠ খানি,
নয়নের তার বিশ্বে নাহিক তুলা,
হরিণশিশুরা অর্ঘ্য বহিয়া আনি
বার বার চুমে তার চরণের ধূলা।
একবার হেরি কান্তি নেহারি তার
গোলাপদুলালী মাথা হেঁট করি ঝুরে
বুলবুল করি গুলবাগ পরিহার
তাহার কেশের আরতি করিয়া ঘুরে,
অলকের লোভে বায়ু তার অনুগত
ভালতটে তার নিয়ত বীজন-রত।

উরসিজযুগ সরসিজ সম ধৃত,
মনসিজ তায় পূজিছে কৃত্তিবাসে,
কাফুরের রসবিম্ব হতেও পূত
আলোক-গোলক হৃদিনভে যেন ভাসে।
অথবা যেন তা' শোভিছে কুঞ্জছায়
একটি বৃন্তে দুইটি আনার ফল,
চঞ্চুতে কভু পরশ করিবে তায়
বাসনা-শুকের নাহি হেন বুকে বল।
গীতদেবতার বীণাঝঙ্কার জিনি
মধুর নূপুর বাজে পায় ঝিনিঝিনি।

সনেট

(১)

যা কিছু সুন্দর আছে বসুন্ধরা তলে,
উষাশ্রীতে সন্ধ্যারাগে ইন্দুসুষমায়,
বর্ণে গন্ধে গুঞ্জরণে পর্ণফুল ফলে,
সবি যেন অধিশ্রয় লভেছে তোমায়।
যা কিছু মঙ্গল জাগে জীবের জীবনে,
স্বস্তি তুষ্টি নিষ্ঠা পুষ্টি গৃহশ্রী-সম্পদে,
সেবা-পূজা শঙ্খস্বনে সতীর কঙ্কণে,
পুঞ্জিত যেন ও মঞ্জুকর-কোকনদে।
যাহা কিছু সত্য ধ্রুব নিত্য সনাতন,
জ্ঞানকর্ম্মে ধ্যানধর্ম্মে ঋষি দেবতায়
যাহা লভে সমাহিত মানস নয়ন,
বিম্বিত সকলি তব প্রেম-স্বচ্ছতায়।
মূর্ত্তি ধরে' এসেছ কি পরম প্রসাদ
সত্যশিব সুন্দরের শুভ আশীর্ব্বাদ?

(২)

আশৈশব সুন্দরের বন্দনার তরে,
বিন্দু বিন্দু করি অর্ঘ্য করি আহরণ,
সাজায়ে রাখিনু মর্ম্মবেদীটির পরে,
তোমার বরণ-লাগি রচিনু তোরণ।
সুন্দরের পাটে এলে কল্যাণের রূপে,
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু পুণ্যশঙ্খ করে,

চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পে, দীপে গন্ধধূপে
কল্পারম্ভ হলো সেই মঙ্গলবাসরে।
সমাহৃত অর্ঘ্যপুঞ্জ, দেবতা কোথায়?
এলে তুমি সুন্দরের প্রতিনিধি সম,
নিশ্চিন্ত হ'লাম, সবি সঁপি তব পায়
সার্থক হইল সর্ব্ব আয়োজন মম।
কোথা তাই পূর্ব্বরাগ? মূর্ত্তা মন্ত্রবাণী!
একই দিনে হলে ইহপরত্রের রাণী।

(৩)

তোমারে লভিনি যবে, পশিত শ্রবণে
যে ভূষাশিঞ্জন মঞ্জু, কূজনে গুঞ্জনে,
যে মধুর বাণী বীণা-বেণুর ঝঙ্কারে।
যে পরশ লভিতাম মলয়-সঞ্চারে,
যে নয়ন-প্রসন্নতা নির্ম্মেঘ আকাশে,
চরণ-চারুতা যাহা সরোজ বিলাসে,
যে কৃষ্ণ-কুণ্ডল-কান্তি আষাঢ় নীরদে
যে লাবণ্য-বন্ধুরতা গিরির সংসদে,
যে অধর-অরুণিমা সন্ধ্যাভ্রস্বপনে
হেরিতাম,—নিত্যনব মানস-নয়নে,
তোমা আজি গৃহে লভি, তোমা পানে চাই
একে একে তার সবি কেবলি মিলাই
কেমনে,—অবাক হয়ে ভাবি বসে' ঘরে।
মিলিছে সে কল্পসৃষ্টি অক্ষরে অক্ষরে?

(৪)

সকল জীর্ণতা মোর কিশোর আশায়
কিসলয়ে ভরে' গিয়ে হইল অরুণ,
চির ঊষরতা আজ শাদ্বল-প্রসার,
আনন্দে শিহরি মরি হইল তরুণ।
সকল দীনতা মোর ভরিলে মঙ্গলে,
পূর্ণ করে' দিলে তব আত্মার বৈভবে,
সকল হীনতা মোর সাজায়ে কৌশলে
দেবতার পায়ে দিলে ভক্তির গৌরবে।
সকল বেদনা মোর হইল সাধনা
সব পরিতাপ মম ধূপ হয়ে' জ্বলে,
তপস্যা হইল মম সকল লাঞ্ছনা;
গঙ্গাবারি হয়ে মোর সব অশ্রু গলে,
অভিশাপ হলো বর, সকল বঞ্চনা
পরম লাভের পূর্ব্বে গোপনব্যঞ্জনা!

(৫)

আমি কোথা ছিনু আর তুমি কোথা ছিলে,
কেমনে ঘটিল এই অপূর্ব্বমিলন
বিশ্বজনারণ্যমাঝে কেমনে চিনিলে?
মিলাইয়া দিল কোন্ দৈব আকর্ষণ?
শুধু তাই নয় সখি, প্রথম মিলনে,
সারা এ জীবনজোড়া সঞ্চিত প্রণয়
সর্ব্বাল লইলে হরি' মুহূর্ত্তের ক্ষণে,
বিনা পূর্ব্ব আয়োজনে একেবারে জয়।

তাই মনে হয় সখি তাই মনে হয়,
উৎসবের মধুময় শুভঙ্কর ক্ষণে,
রম্য সমারোহ হেরি' গৃহাঙ্গনময়
শুনিয়া মধুর বংশী সবি এলো মনে,
'জন্মান্তরসৌহৃদের' স্মৃতি এলো ফিরে
পূর্ব্বমিলনের প্রেম সবি ধীরে ধীরে।

(৬)

প্রাক্তন-জনমবিস্তা তুমি মোর প্রিয়া,
জীবাত্মার গুপ্ততলে আছিলে নিহিত,
সহসা সে শুভক্ষণে হৃদয় মথিয়া
অন্তরের অন্তরীক্ষে হইলে উদিত।
প্রেমকাম-সুরাসুরে মথিল যখন
আমার জীবনসিন্ধু, উদিলে ইন্দিরা,
সঙ্গে ইন্দু পারিজাত কৌস্তভরতন,
পিয়ে নিল জয়ী প্রেম অমৃতমদিরা।
সহসা জাগিলে তুমি প্রভাপুঞ্জোপম,
মহৌষধি-সঙ্গে, নৈশ তমিস্রাপরশে।
গঙ্গাবক্ষে লক্ষ লক্ষ মরালের সম
শারদ সঙ্কেতমাত্রে জাগিলে হরষে,
প্রাক্তন-জনমবিস্তা তুমি মোর প্রিয়া,
ব্যক্ত হলে' প্রকৃতির ইঙ্গিত লভিয়া।

(৭)

তোমারে গড়েছি আমি বিন্দু বিন্দু করি'
মাধুর্য্য সুষমা সবি করি আহরণ,

তিলে তিলে তিলোত্তমা হে মোর সুন্দরি,
আমারি বাসনালক্তে রক্ত ও চরণ।
আকৈশোর লো কিশোরী অর্চ্চনার লাগি
কল্পকাননের পুষ্প করিনু চয়ন,
কামনার ধূপ জ্বালি' রহিলাম জাগি,
সকল রূঢ়তা ঘষি রচিনু চন্দন।
সমারোহ-মুখরিত সেইদিন সাঁঝে
হলো বুঝি শুভক্ষণে সে অধিবাসনে
প্রাণের প্রতিষ্ঠা তব প্রতিমার মাঝে;
কল্পারম্ভে কল্পলক্ষ্মী নামিলে ভবনে।
তোমার বেদীর পাশে সেই হতে আমি
অর্ঘ্যহস্তে ত্রস্ত আছি চির দিবা যামী।

(৮)

আমারে গড়েছ তুমি নূতন করিয়া,
আমাতে জাগালে তুমি আমার দেবতা।
এ হৃদি অরণ্যমাঝে হে তাপসী প্রিয়া
ঝঙ্কৃত করিলে তুমি অমৃত বারতা।
দিতে গিয়ে তব নামে প্রাণের আহুতি
তোমার আড়ালে হেরি আরো দুটি পাণি,
তব প্রেমানন্দ মাঝে হলো অনুভূতি,
কোন্ চিদানন্দ, যার সত্তা নাহি জানি।
অতীতের 'আমি' পানে চেয়ে দেখি যত,
পৃথক জীবন বলি মনে মোর লয়,

নূতন ঊষায় ধরা আবার জাগ্রত,
হইল নিজের প্রতি শ্রদ্ধার উদয়।
হৃদ্গত করিয়া প্রিয়ে সৃজিয়াছ মোরে
তব অপূর্ব্বতা দিয়ে চিত্ত দিলে ভরে'।

(৯)

যে চোখে তোমারে দেখে সর্ব্বসাধারণ
সেই চোখে তোমা যদি আমি হেরিতাম,
তা'হলে তোমার পায়ে জীবন যৌবন,
সবি কিগো নির্ব্বিচারে দিতে পারিতাম ?
তুমি যে আমার চোখে কি মহারতন
মুকুরে হেরিয়া অঙ্গ নারিবে বুঝিতে,
দিতে যদি পারিতাম আমার নয়ন
আমার 'তোমাকে' তবে হ'তনা খুঁজিতে।
আমার অন্তরচক্ষু দৈহিক নয়নে
লুপ্ত করিয়াছে, রবি চন্দ্রেরে যেমন।
অন্তর হেরে যে তার অন্তরের ধনে ;
এ যেন ঋষির মহামন্ত্রের দর্শন।
আমার 'তুমিটি,' সেযে সবার 'তোমাকে',
চিরদিন ঘুরিঘুরি অন্তরালে ঢাকে।

(১০)

বলেছেন ভর্ত্তৃহরি—নারীর যৌবন,
অস্থি মজ্জা রক্তমাংস ক্লেদ মল ময়
তার লাগি এত কেন লালসা লোভন ?
কেন তার পায়ে দিবে আজন্ম সঞ্চয় ?

বৈরাগী কবির পায়ে করি নমস্কার,
শুধু বলাক্লেদভয়ে, শুধাই কবিরে,
করেছি কি তোমা মোর জীবনের সার ?
দেবতা সুন্দর যেগো করেছে মন্দিরে।
পঞ্জরের অন্তঃস্থলে যেবা আছে জাগি
তারি লাগি অঙ্গদ্বারে মাথা কোটাকুটি
দুটী দেহব্যবধান টুটাবার লাগি
লক্ষ্যহারা হয়ে শুধু ভ্রান্ত ছুটাছুটি।
ভোগমগ্ন আলিঙ্গন—বক্ষে নিপীড়ন
কঠিন প্রয়াসে শুধু তাঁরি অন্বেষণ।

(১১)

না পেলে প্রাণের সাড়া অস্থিমাংসদ্বারে
তৃপ্তি লাগি কেবা বল' যাবে বারে বারে ?
না পেলে প্রেমের সাড়া অঙ্গে অঙ্গ দিয়া,
কে জুড়াবে রক্তমাংসে তৃষাতপ্ত হিয়া ?
দেবতা জাগ্রত যদি না রহে দেউলে,
কে জাগিবে নিশিদিন সোপানের মূলে ?
সুন্দরে মিলেনা বলি 'বুকে বুক দিয়া
লাখ লাখ যুগ ধরি, জুড়ায় না হিয়া।'
অরূপে মিলেনা বলি 'নাই তিরপিতি
জনম অবধি রূপ নেহারিয়া নিতি।'
বাঁশরী বাজায়ে কানু কোথায় লুকায়,
আমরা ঢুঁড়িয়া ফিরি ঝোঁপে ঝাড়ে তায়।

মানিনা কণ্টকক্লেদ, অবোধ্য পঙ্কল,
শ্যামের সন্ধান সবি করেছে নির্ম্মল।

(১২)

হে দেবতা, খুলে দাও মন্দিরের দ্বার,
মন্দিরে সুন্দর করি করিছ বঞ্চনা,
মন্দিরে করেছি তাই জীবনের সার,
কতদিন র'বে তথা লুকায়ে আপনা?
তোমার মন্দির যদি এতই সুন্দর,
কি সুন্দর হবে তুমি বল' হে মোহন,
পাষাণে মজিল যদি আমার অন্তর,
তোমা পেলে কোন্ রসে মগ্ন হবে মন?
মন্দিরে আঁকড়ি যবে ধরি আত্মহারা,
পথভ্রান্ত সৌন্দর্য্যের লালসালীলায়,
নিবিড় আবেশ মাঝে পাই তব সাড়া,
হে আনন্দরসময়, শিলায় শিলায়।
প্রিয়া সহ প্রেমলীলা ওগো প্রাণনাথ,
তব রুদ্ধদ্বারে শুধু নিত্যকরাঘাত।

(১৩)

ধ্রুবতৃষ্ণা জীবাত্মার গুপ্ত সহচর
এ তৃষ্ণা সমিদ্ধ চিত্তে নিত্য চিরন্তন,
শাশ্বতের লাগি প্রেম সে যে অনশ্বর
পূর্ণ হবে একদিন তার আকিঞ্চন।
অধ্রুবের প্রেম সেত সম্ভোগের স্মৃতি
নিশাশেষে তারাসম হয়ে যায় ম্লান,

নশ্বরের চিতা'পরে নশ্বরের প্রীতি
সহমৃতা হয়ে শেষে লভিবে নির্ব্বাণ।
কান্তার প্রান্তর ভরা আলেয়া বিভ্রমে,
গগনে জ্যোতিষ্ক-গ্রহ আবর্ত্তে চঞ্চল,
এক শুধু ধ্রুবতারা চিরস্থির ব্যোমে,
সেবিনা হবেনা ভবে এ যাত্রা সফল।
অনৃতে দহিবে যজ্ঞে ঋতানল শিখা
সম্মুখে দাঁড়াবে ধ্রুব পরি ভস্মটীকা।

(১৪)

লভেছে ধ্রুবের সঙ্গ ভাগ্যে যেই জন,
সেই শুধু মহাতীর্থ যাত্রা—অধিকারী।
অধ্রুবের শক্তি কোথা? দীনাত্মা কৃপণ
কতদূর যাবে? সেষে কৃপার ভিখারী।
বিশ্বে মোরা নিঃস্ব, পুঁজি সকলি নশ্বর
প্রেমবিনা আর কিছু নাহিক সম্বল,
তীর্থপুণ্য চাহে তবু এ দীন অন্তর,
অধ্রুবেতে খুঁজি তাই ধ্রুবেরে কেবল।
প্রিয়া-প্রেম দিব আমি ধ্রুবপদতলে
ভৃত্য করি, দাস্য বরি নিবে শির'পর,—
ক্রমে কৃপা লভি তার বহু সেবাফলে
যাত্রাপথে সে তাহার হবে সহচর।
"দীন যথা যায় দূর তীর্থ—দরশনে
রাজেন্দ্রসঙ্গমে"—তবে যাবে তার সনে।

(১৫)

দুর্লভ বলিয়া চিত্ত হয়োনা হতাশ,
অধ্রুবের জয়চিহ্ন যেন না ভুলায়,
ধরণী করিবে তার রথচক্রগ্রাস
আপাতবিজয়—কেতু লুটিবে ধূলায়।
এ পৃথ্বী বিপুলা আর কাল-ও নিরবধি
হের জাগে পুরোভাগে জন্মজন্মান্তর,
এ জীবনে ভ্রম তব নাহি ঘুচে যদি
আগামী জীবনে তবু হবে অগ্রসর।
নীড় হতে নীড়ান্তরে ঘুরি পক্ষিগণ
হারাবে আশ্রয় যবে কালঝঞ্ঝাবায়
অনাদি শাশ্বত সেই বিমুক্ত গগন
তখন করিবে সার নির্ম্মল উষায়।
আপাতসুখের মোহে যায় যেবা দূরে
অমৃতলোকের লোভে আসিবে সে ঘুরে।

(১৬)

বাঁশরী শুনেছি, তায় দেখিনিক চোকে
তুমি প্রিয়া তার সাথে মিলনের দূতী,
এ লোক হইতে নিয়ে যাও অন্যলোকে
ওগো স্বাহা, জীবনের সকল আহুতি।
তোমারে সকলি সঁপি নিরুদ্বেগ আমি,
জনমিল পূর্ব্বরাগ তোমারি কৃপায়,
মম নিবেদিত অর্ঘ্য তুমি দিবা যামী
বহিছ গোপন পথে সে প্রভুর পায়।

তুমি যদি মোর প্রেম না কর' গ্রহণ
একেবারে তাঁর কাছে দাঁড়াব কেমনে ?
লজ্জায় কুণ্ঠায় প্রেম হইবে স্বপন
অভিসার-পন্থা যদি না দেখাও বনে।
তোমারে বিরাগী কবি বলে ঘৃণ্য ? হায় !
দেব দেউলের সিঁড়ি ভাঙিবারে চায় ?

বিফল

হায়রে আমার মানবজীবন চারিদিকেই বিফল হলো।
এছার অসার জীবনের ভার হিঁচ্‌ড়ে টেনে কি ফল বলো ?
জ্ঞানের মহাসিন্ধুকূলে ঝিনুক নিয়ে রইনু ভুলে,
অনন্তের অই আভাষ প্রাণে পেলামনাক একটী পল-ও।

মিটলনাক প্রেমের পিয়াস ঘুচলনাক প্রাণের ক্ষুধা,
মুখে রসের পাত্র ধরে' কেড়ে নিল এই বসুধা।
জীবনসমরক্ষেত্রে' পরি লক্ষ্যহারা সকল শরই
পদাতিকের মেলায় মাঝে হাতের অসি হাতেই রলো।

গাইতে গিয়ে প্রাণের বাণী আট্‌কে গেল কণ্ঠতলে
আঁকতে গিয়ে তুলীর রেখা ধুয়ে গেল অশ্রুজলে।
গাঁথতে গিয়ে ছন্দোহারে সূত্র হারাই অন্ধকারে
মরার আগেই সত্তা আমার হীনকুনতায় ডুবেই মলো !

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।

ঋতুমঙ্গল

মূল্য ॥৵০—সুদৃশ্য বাঁধাই ১৲

প্রবাসীর মন্তব্য। ষড়ঋতুর বিচিত্র বিলাসলীলা, রূপবৈচিত্র্য ও সম্পদ সম্ভারের বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়া বহু খণ্ড-কবিতার সমষ্টি এই ঋতুমঙ্গল। কবি বিচিত্র ছন্দের কবিতায় প্রকৃতির ষড়ঋতুর বিশেষত্বের সহিত বাঙ্গালীর অন্তরের যোগ সাধন করিয়া দিয়াছেন। যাঁরা প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে মানব মনের ভাব ঐশ্বর্য্যের ওতপ্রোত আদান প্রদান অনুভব করিতে চান তাঁরা ঋতুসংহার-রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের চরণাঙ্কানুসারী এই কবি কালিদাসের ঋতুমঙ্গল পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। প্রবাসী চৈত্র ১৩২৫।

বল্লরী (২য় সংস্করণ,—পরিবর্দ্ধিত)

আবাঁধা ॥০ বাঁধা মূল্য ৸০,

ভারতীর মন্তব্য—কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর ঝঙ্কারে রমণীয়, ছন্দের অপূর্ব্ব লীলায় মনোহর। শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কলঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে।